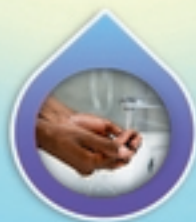




মহামারী, বিপদাপদ ও রোগব্যাদি সম্পর্কিত
ইসলামের আলোকে শিক্ষা প্রদানকারী পুস্তিকা

করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য মহামারী

(তথ্যাবলী, বিভিন্ন কারণ, নিদর্শন, বাঁচার পদ্ধতি)



উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতেল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ * اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ * بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন
 اِنَّ هٰذَا لَشَاءُ اللّٰهِ

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের
 উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমাশিত!
 (আল মুত্তাতারায়, ১/৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: কিয়ামতের দিনে ঐ
 ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান
 অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং
 ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর
 অন্যরা তার থেকে শুনে উপকারগ্রহণ করল অথচ সে নিজে
 গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে
 পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

সূচীপত্র

| | | | |
|--|----|---|----|
| ১ম অধ্যায়: তথ্যাবলী | ৩ | আয়াতে শিফা দ্বারা চিকিৎসা | ২৯ |
| করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য মহামারী | ৩ | সূরা নূহ তিলাওয়াতের বরকত | ৩০ |
| দূর হয়ে যাক সকল বালা, তোমার প্রতি অজস্র দরুদ | ৩ | করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য মুসিবত থেকে নিরাপত্তার জন্য ১৩টি দোয়া | ৩১ |
| যখন বাদশাহ্ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো | ৪ | করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য বিপদ থেকে | ৩৭ |
| অতীতে যখনই মহামারী এসেছে | ৬ | নিরাপত্তার জন্য সাতটি ওযীফা | |
| ২য় অধ্যায়: কারণ ও লক্ষণ | ৮ | দুঃখ যখন তোমায় ঘিরে নিলো | ৩৮ |
| করোনা ভাইরাসের ন্যায় মহামারীর কারণ | ৮ | তবে দরুদ পড়ো | |
| আমাদের মন্দ আমল | ৮ | ওযীফা পাঠে স্থায়ীত্ব কিভাবে অর্জন হবে? | ৪০ |
| ধ্বংসে পতিতকারী কাজ | ৯ | প্রথম কারণ: | ৪০ |
| করোনা ভাইরাসের উপসর্গ | ১১ | দ্বিতীয় কারণ: | ৪১ |
| ৩য় অধ্যায়: বেঁচে থাকার উপায় | ১২ | (৭) বিচক্ষণতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন | ৪৩ |
| করোনা ভাইরাস থেকে কিভাবে বাঁচবে? | ১২ | ৩য় অধ্যায়: আমাদের আচরণ | ৪৫ |
| (১) ভাঁপ নিন | ১২ | সংক্রামক রোগ ও আমাদের ভুল আচরণ | ৪৫ |
| (২) শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করুন | ১২ | (১) রোগীকে ঘৃণা করা | ৪৬ |
| ✽ শর্করা সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাবার | ১৩ | (২) অনুভূতিহীনতার চেতনা | ৪৭ |
| ✽ প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাবার | ১৩ | (৩) রোগ যেনো ধরা পড়ে না যায় | ৪৯ |
| ✽ ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার | ১৩ | (৪) চিকিৎসা থেকে পালানো | ৫০ |
| (৩) নেকী করতে থাকুন | ১৪ | (৫) সৃষ্টির সাথে মন্দ আচরণ | ৫১ |
| (৪) এবার তো গুনাহ ছেড়ে দিন | ১৫ | (৬) খোদাতীতি থেকে বিরত | ৫২ |
| (৫) পরিস্কার পরিছন্ন থাকুন | ১৫ | (৭) রব থেকে দূরত্ব | ৫৪ |
| (১) বারবার হাত ধৌত করুন | ১৬ | (৮) অসচেতনাতাই নির্বাক | ৫৫ |
| (২) কাশি এবং হাঁচি দেয়াতে সতর্কতা অবলম্বন করুন | ১৮ | (৯) ভিত্তিহীন সংবাদে মন্তব্য | ৫৬ |
| (৩) ঘর ও এলাকা পরিস্কার পরিছন্ন রাখুন | ১৮ | মানুষের মঙ্গল কামনা করুন | ৫৬ |
| (৪) নিজেকেও পরিস্কার পরিছন্ন রাখুন | ২০ | মঙ্গলকামনা কি? | ৫৬ |
| (৬) দোয়া করুন এবং বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করুন | ২১ | আমরা এভাবে মঙ্গলকামনা করতে পারি | ৬২ |
| বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করার ৭টি শর্তাবলী | ২৩ | যদি সকল মুসলমান কল্যাণকামী হয়ে যায় | ৬৫ |
| ওযীফা পাঠ করার জরুরী আদব | ২৪ | আমীরে আহলে সুন্নাত ও উম্মতের মঙ্গলকামনা | ৬৬ |
| করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য বিপদাপদ থেকে মুক্তির কোরআনী চিকিৎসা | ২৫ | তথ্যসূত্র | ৭০ |

১ম অধ্যায়: তথ্যাবলী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

করোনা ভাইরাস

ও অন্যান্য মহামারী

দূর হয়ে যাক সকল বালা, তোমার প্রতি অজস্র দরুদ

মুহাদ্দীসে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ চিশতী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একবার বয়ানের জন্য নারওয়াল (পাঞ্জাব) তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তাঁর গলায় ব্যথা ছিলো যার কারণে উপস্থিতজনেরা মনে করলো যে, আজ সম্ভবত বয়ান হবে না। তিনি তাদের অবস্থা বুঝে গেলেন আর সান্তনা দিয়ে বললেন: “আমার কাছে এমন একটি ব্যবস্থাপত্র আছে, যা প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক এবং আল্লাহ পাকের আদেশে শিফা স্বরূপ।” একথা বলে তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ উচ্চস্বরে দরুদ শরীফ পাঠ করা শুরু করে দিলেন। দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে ব্যথা দূর হয়ে গেলো আর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সাড়ে তিন ঘন্টা ঈমান সতেজকারী বয়ান করলেন। (হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

মুহাদ্দীসে আযম কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদেরকে সকল রোগ থেকে মুক্তির ব্যবস্থাপত্রও বলে দিয়েছেন এবং এতে আমল করে আরোগ্যও লাভ করেছেন। আমাদেরও উচিত যে,

সর্বাবস্থায় অধিকহারে দরুদ ও সালাম পাঠ করার অভ্যাস গড়া আর বিপদাপদ, চিন্তা ভাবনা, রোগ ও মহামারী থেকে মুক্তি লাভ করা। এরূপ কেন হবে না যে, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এর একটি গুণ তো দাফেয়ে বালাও (অর্থাৎ বালা মুসিবত দূরকারী) এবং যখন দয়ালু নবী ﷺ দয়ার দৃষ্টি দেন তখন বালা মুসিবত দূর হয়ে যায়।

কা'বে কি বদরুদ্দোজা তুম পে করোড়োঁ দরুদ
 তায়বা কে শামসুদ্দোহা তুম পে করোড়োঁ দরুদ
 শাফেয়ে রোজে জযা তুম পে করোড়োঁ দরুদ
 দাফেয়ে জুমলা বালা তুম পে করোড়োঁ দরুদ

যখন বাদশাহ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো

সিরিয়ায় যখন প্লেগ রোগ বিস্তার লাভ করলো তখন বনু উমায়ার বাদশাহ “আব্দুল মালিক” মৃত্যুর ভয়ে ঘোড়ার উপর আরোহন করে নিজের শহর থেকে পালিয়ে গেলো এবং নিজের বিশেষ গোলাম এবং সৈন্যও সাথে নিয়ে নিলো, সে রোগকে এমনভাবে ভয় পেয়েছিলো যে, মাটিতে পা রাখতো না বরং ঘোড়ার উপরই ঘুমাতে। সফরকালে একরাতে তার ঘুম আসছিলো না, সে তার গোলামকে বললো: আমাকে কোন কাহিনী শুনাও। বুদ্ধিমান গোলাম বাদশাহকে উপদেশ দেয়ার সুযোগ পেয়ে বললো: একটি শিয়াল নিজের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য বাঘের খেদমত করতো, বাঘের ভয়ে কোন প্রাণী শিয়ালটির দিকে তাকাতে পারতো না। শিয়াল খুবই শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলো, একদিন হঠাৎ একটি ঈগল শিয়ালটিকে ঝাপটা মারলো তখন

শিয়াল পালিয়ে বাঘের পাশে চলে গেলো। বাঘ তাকে নিজের উপর বসিয়ে নিলো। ঙ্গল আবারো বাঁপটা মারলো এবং শিয়ালকে নিজের খাবায় নিয়ে উড়ে গেলো। শিয়াল চিৎকার করে করে বাঘকে ফরিয়াদ করতে লাগলো, তখন বাঘ বললো: হে শিয়াল! আমি মাটিতে বসবাসকারী প্রাণীদের কাছ থেকে তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারবো, আকাশ থেকে আক্রমণকারী থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। কাহিনী শুনে বাদশাহ খুবই শিক্ষা পেলো এবং তার বুঝে এসে গেলো যে, আমার সৈন্যরা তো ঐসকল শত্রু থেকে আমার নিরাপত্তা দিতে পারবে যারা মাটিতে থাকে, কিন্তু যে বালা মুসিবত ও রোগ আসমান থেকে আক্রমণ করবে, তা থেকে আমার রাজত্ব আমাকে বাঁচাতে পারবে না, বাদশাহর মন থেকে প্লেগ রোগের ভয় চলে গেলো এবং সে আল্লাহ পাকের সম্ভ্রুষ্টিতে সম্ভ্রুষ্টি থাকতে লাগলো।

(রুহুল বয়ান, ২য় পারা, ২৪৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩৭৮। আযায়িবুল কোরআন, ৪৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহামারী পরীক্ষা স্বরূপ আসে কিন্তু এর থেকে বাঁচার জন্য অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা কোনভাবেই ঠিক নয়, কেননা মহামারীর ঙ্গল আমাদেরকে বাঘের নিরাপত্তা থেকেও বের করে নিয়ে যেতে পারে, এরূপ পরিস্থিতিতে নিয়তির উপর সম্ভ্রুষ্টি থাকা এবং সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ আর বিচক্ষণতার চাহিদা। পরীক্ষা যেকোন ধরনের হোক না কেন, ইসলামের আলোকিত শিক্ষার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে ধৈর্যকে ঢাল বানিয়ে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিছু পরীক্ষা ছাড়া অসংখ্য নেয়ামতের প্রতি দৃষ্টি রাখে, তারা অভিযোগ ও

অনুযোগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমাজে ছড়ায় না বরং আপাদমস্তক কৃতজ্ঞ হয়ে সংকল্প ও সাহসকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে, পরীক্ষার এই মুহূর্তে তারা শারীরিক ও আর্থিক সাহায্য করে দুঃখী মানুষের দুঃখকে কমানোর শক্তিশালী মাধ্যম অবলম্বন করে থাকে আর তাদের কর্মকাণ্ড আশার প্রদীপকে আলোকিত করাতে পরিপূর্ণ সাহায্য দিয়ে থাকে। কিন্তু এসকল উপকারীতা অর্জন নির্ভর করে ইসলামের উজ্জল শিক্ষা অর্জন করা এবং এর উপর সত্য অন্তরে আমল করার উপর।

অতীতে যখনই মহামারী এসেছে

যখনই মুসলমানরা মহামারী রোগ এবং বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তখন তারা নিয়তির উপর সম্বুস্ত থাকতো এবং ব্যবস্থাও গ্রহন করতো আর এই পরীক্ষা আসার কারণ চিহ্নিত করে নিজেদের গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাওবা করতো, এই বিষয়টির বিস্তারিত জানার জন্য অতীতের দু'টি ঘটনা লক্ষ্য করুন:

৪৪৯ হিজরীতে আজারবাইজান, ওয়াসিত এবং কুফায় মহামারী বিস্তার লাভ করে, যাতে অনেক লোক আক্রান্ত হয় এবং লোকেরা চিন্তিত হয়ে গেলো। সবাই আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করলো, মদ ফেলে দিলো, গান বাজনার সরঞ্জাম ভেঙ্গে ফেললো আর নিজেদের মূল্যবান জিনিস সদকা করে দিলো।

(শাধেরাতিয যাহাব ফি আখবারি মিন যাহাব, ৫/২০৮)

৮৩৩ হিজরী সনে কাম্পিয়ান হুদ এবং গরবিয়ায় প্লেগ মহামারী বিস্তার লাভ করে এবং তা বৃদ্ধি পেতে পেতে গাজা, জেরুজালেম, সাফাদ এবং দামেশক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলমানরা এই পরীক্ষায় আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করলো এবং কায়রোতো ঘোষণা করা হলো: মুসলমানরা যেনো নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয় এবং তিনদিনের রোযা রাখে। তখনকার প্রধান বিচারপতি শায়খ আলিমুদ্দীন সালেহ বলখিনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের শহর কায়রো থেকে বাইরে বের হয়ে একটি মরুভূমিতে চলে গেলেন এবং মানুষদের ওয়াজ নসীহত করলেন অতঃপর খুবই বিনম্র ও একাগ্রতা সহকারে অনেক কান্নাকাটি করে দোয়া করা হলো।

(আন নুজুমুয যাওয়াহেরা ফি মুলুক মিসরুল কাহেরা, ১৪/১৭১)

বর্তমানে যেহেতু করোনা ভাইরাসের ন্যায় মহামারীর আক্রমণে পুরো দুনিয়াকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছে এবং অনেক দেশে লকডাউন করে নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থগিত করে দিয়েছে, এজন্য মুসলমানদেরও চারিত্রিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক দায়িত্ব হলো, এর থেকে মুক্তির জন্য নিজের ঘরে বন্দী হয়ে অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করা, অবসর সময় থেকে উদ্দেশ্যহীন উপকারীতা অর্জন করে গলি মহল্লায় আড্ডা, স্যোশাল মিডিয়ায় অহেতুক মন্তব্য করার জন্য জ্বল করতে থাকার পরিবর্তে নিজের বুয়ুর্গদের এবং পূর্ববর্তি মুসলমানদের অবলম্বন করা কার্যাবলী নিজের জন্য চলার পথের পাথেয় বানান আর এই মহামারী হতে বাঁচার চেষ্টা করুন, তাছাড়া আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, নিয়মিত পাঁচ ওয়াজ নামায আদায় করুন, গরীব মুসলমানদের প্রতি খেয়াল রাখুন এবং অধিকহারে সদকা ও খয়রাত করুন।

২য় অধ্যায়: কারণ ও লক্ষণ

করোনা ভাইরাসের ন্যায় মহামারীর কারণ

মহামারী বা বিপদাপদ, এর থেকে বাঁচার জন্য কার্যপ্রণালী ও উপায় অবলম্বন করা যৌক্তিক এবং এরূপ না করা মূর্খতা। বিচক্ষণতার চাহিদা হলো, এই মহামারীর আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় অবলম্বন করা এবং পাশাপাশি আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করা। মনে রাখবেন! উপায় অবলম্বন করা ভরসার পরিপন্থি নয়, সুতরাং সতর্কতা মূলক কার্যপ্রণালী অবশ্যই অবলম্বন করা উচিত। ঐ ব্যক্তি বাদাম কিভাবে চিবুবে, যার মুখে দাঁতই নাই?

আমাদের মন্দ আমল

মানুষের যে অনিষ্ট হয় তা তার নিজের মন্দ আমলের প্রতিদান হতে পারে, যা তাকে কোন না কোনভাবে ভোগ করতে হয়! বুদ্ধিমান লোক সেই, যে নিজের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে এই ভুল পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকে, যদি সে এরূপ না করে তবে তাকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। যেমনটি ২১তম পারা সূরা রোমের ৪১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ছড়িয়ে পড়েছে অশান্তি- স্থলে ও জলে ওই সব কুকর্মের কারণে যেগুলো মানুষের হাতগুলো অর্জন করেছে, যাতে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের স্বাদ গ্রহণ করান, যাতে তারা ফিরে আসে।

এই আয়াতে করীমা থেকে জানা গেলো, মানুষ গুনাহের কারণে হাজারো ধরনের সমস্যায় পড়ে যায়, দূর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, জমিনের ফসল কম হওয়া, শস্য ক্ষেত নষ্ট হওয়া, শস্য ক্ষেতে ক্ষতি হওয়া, ব্যবসায়িক ক্ষতি, মানুষ ও প্রাণির মৃত্যু, অধিকহারে আগুন লাগা, প্রত্যেক জিনিসে বরকত শূণ্যতা, বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি এবং অশান্তি মানুষের নিজেদের গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে। (রুহুল বয়ান, আর রোম, ৪১নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৪৫-৪৭। সীরাতুল জিনান, ২১ পারা, আর রোম, ৪১নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৪৫০)

ধ্বংসে পতিতকারী কাজ

বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, ❀ কোন সম্প্রদায়ে প্রকাশ্যে অশ্লিলতা ছড়িয়ে পড়ার কারণে তাদের মাঝে প্লেগ এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধি প্রসার হয়ে যায়। ❀ ওজনে কম দেয়ার কারণে দূর্ভিক্ষ আসে এবং অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত হয়। ❀ যাকাত না দেয়ার কারণে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ❀ আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসুলের ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে শত্রু আরোপিত হয়ে যায়। ❀ মানুষের সম্পদ জবর দখল করার কারণে এবং আল্লাহ পাকের কিতাব অনুযায়ী বিচারকগণ বিচার না করার কারণে মানুষের মাঝে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। ❀ সূদ খাওয়ার কারণে ভূমিকম্প আসে এবং আকৃতি বিগড়ে যায়।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! পাঁচটি জিনিস থেকে বাঁচার জন্য পাঁচটি কাজ থেকে বেঁচে থাকো: (১) যে সম্প্রদায় ওজনে কম দেয়, আল্লাহ পাক তাদের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং ফলের অভাবে লিপ্ত করে দেন। (২) যে সম্প্রদায়

ওয়াদা ভঙ্গ করে, আল্লাহ পাক তাদের শত্রুদেরকে তাদের উপর আরোপ করে দেন। (৩) যে সম্প্রদায় যাকাত দেয় না, আল্লাহ পাক তাদের থেকে বৃষ্টির পানি আটকে দেন এবং যদি চতুষ্পদ প্রাণী না হতো তবে তাদেরকে পানির একটি ফোঁটাও দেয়া হতো না। (৪) যে সম্প্রদায়ে অশ্লিলতা এবং নির্লজ্জতা প্রসার হয়ে যায়, আল্লাহ পাক তাদেরকে প্লেগ এবং এমন রোগে লিপ্ত করে দেন, যা এর পূর্বে মানুষের মাঝে ছিলো না এবং (৫) যে সম্প্রদায়ে কোরআনে পাকের বিরোধী রায় দেয়া হয়, আল্লাহ পাক তাদের অতিরঞ্জিত করার (অর্থাৎ ভুল রায় দেয়ার) মজা দেখান এবং তাদের পরস্পরকে ভয়ে লিপ্ত করে দেন।

(ইবনে মাজাহ, আবওয়ালুল ফিতন, বাবুল উকুবাত, ৪০১৯নং হাদীসের পাদটিকা, ৪/৩৬৭)

উল্লেখিত আয়াতে মুবারাকা এবং হাদীস শরীফকে সামনে রেখে প্রত্যেকের উচিত, সে যেনো সমাজের বিদ্যমান অবস্থার প্রতি ভেবে দেখে, বর্তমানে অশ্লিলতা, ওজনে কম দেয়া, মানুষের সম্পদ জোর করে দখল করা, যাকাত আদায় না করা, জুয়া, সূদ খাওয়া এবং ঘুষের লেনদেনসহ কোন গুনাহটি রয়েছে যা আমাদের মাঝে প্রচলন নাই? সম্ভবত এই গুনাহের প্রতিফল যে, বর্তমানে লোক এইডস, ক্যান্সার এবং অন্যান্য প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির আপদের স্বীকার, শত্রুরা এদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে, হত্যাযজ্ঞ এদের মাঝে প্রসার হয়ে গেছে, ভূমিকম্প, তুফান এবং বন্যার বিপদে ফেঁসে আছে, ব্যবসায় ক্ষতি এবং প্রত্যেক জিনিসে বরকতহীনতার কান্না করছে, আমাদের গুনাহের শাস্তি হিসেবে এটাও কি যথেষ্ট নয় যে, আমাদের করোনা

ভাইরাসের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং বৈশ্বিক মহামারীতে লিপ্ত করে দেয়া হয়েছে! এখনো সময় আছে, নিজেদের গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন এবং নিজেদের বিকৃত আমলী অবস্থাকে সুধরে নিন, নিজেদের আশেপাশের মুসলমানকেও ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকুন, তাদেরকেও দ্বীন ইসলামের সুন্দর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা দিতে থাকুন, আল্লাহ পাক চাইলে এই পরীক্ষা থেকেও দ্রুত মুক্তি পেয়ে যাবো এবং দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশান্তি নসীব হবে।

করোনা ভাইরাসের উপসর্গ

প্রত্যেক রোগের ন্যায় করোনা ভাইরাসেরও কিছু উপসর্গ রয়েছে, কতিপয় উপসর্গ লক্ষ্য করুন: (১) প্রচণ্ড জ্বর (আবশ্যিক) (২) শুকনো কাশি (আবশ্যিক, কফের কাশি নয়) (৩) গলায় ইনফেকশন হওয়া (আবশ্যিক) (৪) নিশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া (অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে) (৫) মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা (অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে) (৬) চোখ লাল হয়ে যাওয়া (অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে) (৭) ঠান্ডা সর্দি (অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে) (৮) জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা, শরীরে ব্যথা (অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে)

বিদ্রুপঃ- যদি গলা ব্যথা এবং ঠান্ডা সর্দিতে নাক দিয়ে পানি পড়ে, তবে করো না নয়। ★ শুধু জ্বর এবং কফসহ কাশি হয়, তবে করোনা নয়। ★ ঠান্ডা সর্দিতে নাক দিয়ে পানি পড়া অবস্থায় মাথা ব্যথা আছে, তবে করোনা নয়। ★ জ্বরের পাশাপাশি সর্দি, ঠান্ডা, নাক দিয়ে পানি পড়া, শরীর ব্যথা আছে, তবে করোনা নয়।

৩য় অধ্যায়: বেঁচে থাকার উপায়

করোনা ভাইরাস থেকে কিভাবে বাঁচবে?

করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য পুরো দুনিয়ার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের সারমর্ম উপস্থাপন করছি। এটা আমল করে আমরা করোনা ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকতে সফল হতে পারি:

(১) ভাঁপ নিন

করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য ভাঁপ নেয়া উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। ভাঁপ নেয়া সর্দি, ঠাণ্ডা, কাশির জন্যও উপকারী। ভাঁপে নিশ্বাস নেয়াতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত ভেতরকার অংশ সর্দির আর্দ্রতা পরিস্কার হয়ে যায়, গলার কফ বের হয়ে যায়, যার কারণে গলা এবং কাশির আকৃতিতে সুস্থতা লাভ করে। কোন পাত্রে পানি গরম করে আপনার মাথা তোয়ালে বা চাদর দিয়ে ঢেকে ভাঁপ থেকে নিশ্বাস নিন। এই গরম ভাঁপ নিশ্বাসের নালীকে একটি সীমা পর্যন্ত প্রসার করে, যার ফলে উপকরণগুলো বের হতে সহজ হয়ে যায়। এভাবে ভাঁপ নেয়া দৈনন্দিন খিঁচুনি (Stress) থেকে মুক্তি প্রদানেও সাহায্য করে।

(২) শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করুন

আমাদের শরীরে এমন রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune System) রয়েছে, যা রোগ বালাই থেকে বাঁচানো, ইনফেকশন এবং ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করা ও শরীরকে সুস্থ রাখতে আমাদের সাহায্য করে। যদি এই ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায় তবে রোগ বালাই আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে। করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার

জন্যও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে। যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় করোনা ভাইরাস তাকে ক্ষতি করতে পারে না। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পরামর্শগুলো গ্রহণ করাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করা যায়:

(১) পুষ্টিকর খাবার আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে মজবুত করে, সুতরাং এই সকল খাদ্য গ্রহণ করুন:

✽ **শর্করা সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাবার:** শর্করা (Carbohydrates) আমাদের শরীরকে অনেক বেশি শক্তি প্রদান করে থাকে এবং তা ছাড়া আমাদের শারীরিক ব্যবস্থাপনা চলা কঠিন হয়ে থাকে। শর্করা (Carbohydrates) মধু, দুধ, আঁখ, ভাত, আলু, গাজর এবং কলা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

✽ **প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাবার:** প্রোটিন (Protein) আমাদের শরীরের কোষগুলোকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং রোগের সাথে যুদ্ধ করাতে খবুই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, প্রোটিন মাংস, মাছ, ডিম এবং দুধ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

✽ **ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার:** ভিটামিন (Vitamins) শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি, ইনফেকশন দূর করা, চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি, মাথা এবং দাঁতকে মজবুত করে। ভিটামিন টেঁড়শ, টমেটো, শাক, আদা, গাজর, ডিম, কমলালেবু, পেঁপে, আম এবং দই ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

- (২) প্রতিদিন ব্যায়াম করাতেও আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী থাকে।
- (৩) প্রশান্তিময় এবং পরিপূর্ণভাবে ঘুমালেও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়।
- (৪) শরীরের ওজনের ভারসাম্য নষ্ট হতে না দেয়াতেও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়।
- (৫) মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তা কমানোর চেষ্টা করাতেও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য উপকারী।

(৩) নেকী করতে থাকুন

অনেক সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাদের নেকী বৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হয়, সংক্রামক রোগের দিনগুলোও ঐ গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অনেকেই এই সময় শুধুমাত্র মহামারীকে ভয় করতে থাকে বা গুনাহ করে করে দিন কাটাতে থাকে আর পরিপূর্ণ মুসলমান আল্লাহকে ভয় করে এবং নেকী করে কাটাতে থাকে, উভয়ের দিন অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু প্রথম দলের অনুশোচনা এবং তিজ স্মৃতি রয়ে যায় আর অপর দলের জন্য আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত হওয়া সকাল ও সন্ধ্যা স্মরণীয় হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় শরয়ী বিধানাবলীকে মনে রাখার সংকল্প উচ্চ হিম্মত প্রদান করে আর এই উচ্চ হিম্মত মানুষকে ভবিষ্যতে দৃঢ়তা সহকারে বিপদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে শিখায়। সংক্ষেপে বললে আপনি আমলনামার জমিতে বীজ বপন করুন, তা থেকে উৎপন্ন হওয়া ছায়াদার বৃক্ষ আপনাকে আপদের বাড়, বিপদাপদের

উত্তাপ এবং মহামারীর আপদ থেকে বাঁচতে বড় সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে।

(৪) এবার তো গুনাহ ছেড়ে দিন

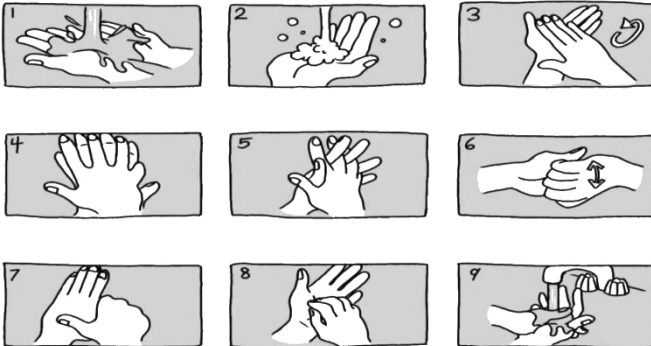
আরে এটা কি? করোনা ভাইরাস আপনার কাছ থেকে সবকিছু ছাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু গুনাহ ছাড়াতে পারেনি। আপনি তো এখনো নামায শুরু করেননি বরং এখনো নামায কাযা করছেন। হক নষ্ট করা এবং মনে কষ্ট দেয়ার কাজ এখনো করে যাচ্ছেন, আপনি কি মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী এবং হিংসা ইত্যাদি থেকে বাঁচার চেষ্টাও করছেন না আর বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হচ্ছেন? যদিওবা লকডাউনে সবকিছু বন্ধ কিন্তু শয়তান বন্ধ নয় আর না তার প্রতারণার উপর বিধি নিষেধ এসেছে, সে তো প্রতারণা করে আপনাকে দিয়ে আরো গুনাহ করাতে ব্যস্ত আছে। একটু ভাবুন! যদি শয়তানের প্ররোচনায় এসে আপনি এভাবেই গুনাহ করতে থাকেন আর এই গুনাহের ভয়াবহতা করোনা ভাইরাস আকারে প্রকাশ হলো, তখন আপনি কি করবেন? সুতরাং সুসাস্থ্যকে অমূল্য সম্পদ মনে করুন এবং এখন থেকেই গুনাহ ছেড়ে দিন, হয়তো গুনাহ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প আপনাকে করোনা ভাইরাস সহ দুনিয়ার আরো অনেক বিপদ থেকে মুক্তি প্রদান করে দিবে এবং আপনার জীবন ঈর্ষনীয় ভাবে প্রশান্তিময় হয়ে যাবে।

(৫) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন

ইসলাম পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দও করে এবং এর প্রতি অনেক তাগিদও দিয়েছে, সুতরাং শরীর, পোষাক, ঘর, মসজিদ,

মহল্লা এবং শহরকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা উত্তম নাগরিক এবং পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নিদর্শন। পরিষ্কার পরিছন্নতার অভ্যাস আমাদেরকে রোগ বালাই এবং মহামারীর আপদ থেকে বাঁচাতে পারে, সুতরাং করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য এই বস্তুগুলোর পরিছন্নতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন:

(১) বারবার হাত ধৌত করুন: আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে, করোনা একটি নির্জীব, চোখে দেখা না যাওয়া ভাইরাস। জীবাণুর ন্যায় এটি শুধু বিদ্যমান থাকতে ক্ষতি করে না কিন্তু যখনই হাতের মাধ্যমে মানুষের মুখ, চোখ এবং নাকে প্রবেশ করে কঠিনালী এবং ফুসফুসে পৌঁছে যায় তখন মানুষের আর্দ্রতা পাওয়ার সাথে সাথে খুবই শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য স্থায়ী কষ্টের কারণ হয়ে যায়, এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে বারবার হাত ধোয়ার প্রতি প্রবল জোর দচ্ছেন। কেননা এই পরিস্থিতিতে একজনের হাত না ধোয়া অসংখ্য মানুষের জীবন নাশের কারণ হতে পারে। এই ছবির মাধ্যমে হাত ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি দেখে নিন:



সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার স্থায়ী অভ্যাস গড়ে নিন এবং যদি বারবার হাত ধোয়াতে সমস্যা হয় তবে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের মাধ্যমেও হাত পরিস্কার এবং ভাইরাস থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

মনে রাখবেন! করোনা ভাইরাসের মাংসল পিণ্ডকে ধ্বংস করার জন্য এর উপরিভাগের চর্বির আবরণ ধ্বংস করা আবশ্যিক, তাই যে জিনিস এই আবরণকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে তা করোনাকেও ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে, বিশেষজ্ঞরা এই জিনিসগুলো করোনা ভাইরাসকে ধ্বংস করার জন্য উপকারী হিসেবে পেয়েছেন:

☆ করোনা ভাইরাসকে ধ্বংসের জন্য সাবান বা ডিটারজেন্টের ফেনা অনন্য। এই দু'টি বিশ বা আরো কয়েক সেকেন্ড বেশিক্ষণ এর উপর পড়তে থাকলে তার উপরের চর্বির আবরণ ছিড়ে যায় এবং মাংসল পিণ্ডটি ছিন্নভিন্ন হয়ে মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যায়।

☆ আমরা জানি, তাপ চর্বিতে দ্রুত গলিয়ে দেয়, তাই উত্তম হলো, পাঁচশ ডিগ্রির চেয়ে বেশি গরম (কুসুম গরম থেকে সামান্য বেশি) করা পানি দ্বারা হাত, কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সাবান বা ডিটারজেন্টের ফেনা দ্বারা ধৌত করা। গরম পানি ফেনাও বেশি তৈরী করে তাই এর ব্যবহার বেশি উপকারী।

☆ এক ভাগ ব্লিচিং পাউডার এবং পাঁচ ভাগ পানি মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করাতেও এর নিরাপত্তা আবরণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

☆ কিছুক্ষণ প্রখর রোদ সরাসরি পড়াতেও তা ছিন্নভিন্ন হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়।

(২) কাশি এবং হাঁচি দেয়াতে সতর্কতা অবলম্বন করুন: যেমনিভাবে প্রতিটি চকচকে বস্তুই সোনা হয়না তেমনি প্রত্যেক হাঁচিও করোনা হয়না। হতে পারে এই বাক্যটি আপনার মুখে মুচকী হাসি ফুটিয়ে তুলেছে, তাই এই মুচকী হাসি সহকারে সামনে পড়ুন এবং প্রদত্ত ছবির মাধ্যমে হাঁচি ও কাশির সতর্কতা সমূহ বুঝে নিন:



যাদের হাঁচি ও কাশি লেগেছে তাদের জন্য আবশ্যিক মাস্ক পরিধান করা। মনে রাখবেন! বিশেষজ্ঞরা সার্জিক্যাল মাস্ক বা মেডিকেল সুরক্ষা মাস্কই পরামর্শ দিয়েছেন এবং সুতি বা রেশমী পরিধান করতে নিষেধ করছেন, সুতরাং মাস্ক নির্বাচনে বিশেষজ্ঞদের এই পরামর্শ সম্পর্কে সজাগ থাকা আবশ্যিক।

(৩) ঘর ও এলাকা পরিষ্কার পরিছন্ন রাখুন: ঘর এবং এলাকার ময়লা ও আবর্জনা মানুষের স্বভাবে মন্দ প্রভাব ফেলে এবং তাদের জীবন অনিয়ম ও অসৌজন্যমূলক হওয়ার ঘোষণা করে থাকে! আর তা পরিষ্কার পরিছন্ন হওয়া সেখানকার বসবাসকারী মানুষের সুচারু

জীবন, অপূর্ব স্বভাব, সুন্দর চিন্তাধারা এবং আভিজাত্যের সাক্ষ্য বহন করে থাকে। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকে এত বেশি পছন্দ করতেন যে, এই হাদীসে পাকটি লক্ষ্য করুন: আল্লাহ হচ্ছেন পবিত্র, পবিত্রতা পছন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি অনুগ্রহশীল, অনুগ্রহকরাকে পছন্দ করেন। তিনি দাতা, দানশীলতা পছন্দ করেন। তাই তোমরা তোমাদের আঙ্গিনাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখো এবং ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রেখো না।

(তিরমিযী, কিতাবুল আদব, বাবু মাজাআ ফিন নাযাফাতি, ৪/৩৬৫, হাদীস ২৮০৮)

অপর এক হাদীসে পাকে এরূপ ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের আঙ্গিনাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখো এবং ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রেখো না, কেননা তাদের ঘর আবর্জনার স্তূপ হয়ে থাকে।

(গরীবুল হাদীস, ১/২৯৭)

এমনিতে তো সাধারণ অবস্থায়ও ইসলামের এই শিক্ষার উপর আমল করাই উচিত কিন্তু করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপত্তার জন্য ঘর বাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বর্ণনাকৃত বিষয়ের উপর আমল করার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। এই সময়ে পুরো ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পরিকল্পনা এভাবে বানান যে, ঘরে ছোট বড় সবাই এতে হাসিখুশি অংশগ্রহণ করতে পারেন, এরূপ করাতে কাজ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, পরিবারের শিশুদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যবস্থাপনা ও উত্তম আচরণ সম্পর্কে আমলীভাবে প্রশিক্ষণ হয়ে যায় এবং ভাল নিয়ত হলে তবে আল্লাহ পাকের রহমতে সাওয়াবও অর্জিত হবে।

(৪) নিজেকেও পরিষ্কার পরিছন্ন রাখুন: যেমনিভাবে আমরা অন্যান্য দিনগুলোতে পরিষ্কার পরিছন্ন পোষাক পরিধান করে স্বতঃস্ফূর্ত থাকি ঠিক তেমনিভাবে মহামারীর দিনগুলোতেও আমাদের এই অভ্যাস হওয়া উচিত। নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার নির্দেশ এই পাঁচটি হাদীসে লক্ষ্য করুন:

✱ নিজের কাপড় ধৌত করো, চুল আঁচড়াও, মিসওয়াক করো, সাজসজ্জা করো এবং পরিষ্কার পরিছন্ন থাকো, কেননা বনী ইসরাঈলরা এরূপ করতো না, তাই তাদের মহিলারা অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। (কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ৬/২৭৩, হাদীস ১৭১৭১)

✱ আল্লাহ পাকের দরবারে মুমিনের সম্মানের মধ্যে এটাও রয়েছে, তার পোষাক পরিষ্কার হওয়া এবং সে অল্পেতুষ্ট হওয়া। (কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ৬/২৭৩, হাদীস ১৭১৮২) মনে রাখবেন! এখানে অল্পেতুষ্ট থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পোষাক, খাবার এবং ধন ও সম্পদ কম থাকাতে সন্তুষ্ট থাকা, তাছাড়া পরিষ্কার পরিছন্নতা এবং মধ্যম মানের পোষাক পছন্দনীয়। (আত তায়সীর, হরফে মিম, ৩/৩৮৩)

✱ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যক্তি আসলো, যার মাথা এবং দাঁড়ি বিক্ষিপ্ত ছিলো। ছয়র صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাকে হাতের ইশারায় চুল ও দাঁড়ি ঠিক করার আদেশ দিলেন। যখন সে ঠিক করে আবারো উপস্থিত হলো তখন ছয়র صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: এটা কি এর চেয়ে উত্তম নয় যে, তোমাদের মধ্যে কেউ শয়তানের ন্যায় মাথা বিক্ষিপ্ত করে আসো। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল শাআর, বারু ইসলাহুশ শাআর, ২/৪৩৫, হাদীস ১৮১৯)

✱ একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিক্ষিপ্ত চুলের এক ব্যক্তিকে দেখে ইরশাদ করলেন: এর নিকট কি এমন কোন জিনিস নেই, যা দ্বারা নিজের চুলগুলো সজ্জিত করবে এবং একজন ময়লা পোষাকের ব্যক্তিকে দেখে ইরশাদ করলেন: তার নিকট কি এমন কোন জিনিস নেই, যা দ্বারা সে কাপড় ধৌত করবে।

(মুসনাদে আবী ইয়লা, মুসনাদে জাবির বিন আব্দুল্লাহ, ২/২৭৭, হাদীস ২০২২)

✱ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত আবু কাতাদাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বাবরী চুল দেখে ইরশাদ করলেন: এর পরিপূর্ণ যত্ন নিও। অতএব হযরত আবু কাতাদাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এতে দু'বার তেল লাগাতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮৪)

নিঃসন্দেহে এই বিষয়ের উপর আমল করার জন্য আমাদের সামান্য মনযোগ দিতে হবে, অতঃপর আপনি সয়ংক্রিয়ভাবেই আপনার স্বভাবে প্রশান্তি ও সতেজতা অনুভব করবেন, যা আপনাকে মহামারীর দিনে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে।

(৬) দোয়া করণ এবং বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করণ

আমাদের পৃথিবী হলো উপায় উপকরণের জগৎ আর এটাও একটি বাস্তবতা হলো, উপায় উপকরণের প্রভাব আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেন। যেমন; একজন রোগীর জন্য ডাক্তার আর ঔষধ উভয়ই আরোগ্য লাভের উপায় এবং আসলে এই উভয়ের মাধ্যমে আরোগ্য আল্লাহ পাকই দিয়ে থাকেন। দোয়া করা এবং বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করাও বিপদ দূর করা এবং মহামারী নিশ্চিহ্ন হওয়ার একটি অনেক বড় প্রভাবময় মাধ্যম।

আরো একটি বিষয় বুঝে নিন, সাধারণত যখন মানুষ অসুস্থ হয় তখন সোজা কোন ডাক্তার বা হাকিমের কাছে যায়, সেই ডাক্তার বা হাকিম রোগীর অবস্থা অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন, যেমন; সাধারণ খাবার খাওয়ার প্রতি জোর দেন এবং বলেন: “যদি সতর্কতা অবলম্বন করো তবেই ঔষধ কাজ করবে, সতর্কতা অবলম্বন করলে দ্রুত সুস্থ হবে, যদি অসতর্ক হয় তবে শুধু টাকা খরচ করা ছাড়া আর কিছুই হবে না।” এবার রোগী যদি তার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সময়মতো খেতে থাকে এবং নিয়মিত সতর্কতা অবলম্বনও করতে থাকে তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** সে দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে সময়মতো ঔষধ না খায়, নিষেধ করা জিনিসও পেট ভরে খেতে থাকে, তার মনে এরূপ ধারণাও আসে যে, জানিনা ঔষধ কাজ করবে কিনা? জানিনা আমি সুস্থ হবো কিনা? এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না তো? তবে নিঃসন্দেহে এরূপ ব্যক্তি বড়ই মূর্খ। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ওষীফা এবং দোয়ার ব্যাপারটাও যে, যদি কোন ব্যক্তি দোয়া এবং বিভিন্ন ওষীফা নিয়ম কানুন পালন না করে, যা করা প্রয়োজন তা না করে এবং যা থেকে বিরত থাকা উচিত তাতে লিপ্ত থাকে, তার মনে এরূপ ধারণা আসতে থাকে যে, জানিনা দোয়া পাঠ করাতে বা ওষীফা পাঠ করাতে রোগ দূর হবে কিনা? ওষীফা পাঠ করাতে রোজগারে বরকত হবে কিনা? ওষীফা পাঠ করাতে আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষণ হবে কিনা? ওষীফা পাঠ করাতে সন্তানের বিবাহ হবে কিনা? ওষীফা পাঠ করাতে মাথা খারাপ হয়ে যাবে না তো? ওষীফা পাঠ করাতে আবার উল্টো আমার কোন ক্ষতি হবে না তো?

ইত্যাদি। তবে এরূপ ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যে কখনোই সফল হতে পারবে না আর না তার বিভিন্ন ওযীফার কোন উপকারীতা নসীব হবে। আর এর বিপরীতে ওযীফার শর্তাবলী ও আদব রক্ষাকারী এর পরিপূর্ণ উপকারীতা পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করার ৭টি শর্তাবলী

ওযীফা পাঠ করার শর্তালীর মধ্যে ৭টি শর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যিক। তা ছাড়া কোরআনী আমল থেকে উপকারীতা অর্জন হ্রাস পেতে পারে। সেই শর্তগুলো হলো:

- (১) হালাল খাবার খাওয়া আর হারাম খাবার থেকে বিরত থাকা।
- (২) সত্যকথা বলা আর মিথ্যা থেকে সর্বদা বাঁচতে থাকা।
- (৩) নিয়ত বিশুদ্ধ আর পবিত্র রাখা যে, প্রত্যেক নেকী আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই করা।
- (৪) শরীয়তের বিধানাবলী পুরোপুরি পালন করা।
- (৫) আল্লাহ পাকের দ্বীনের স্তম্ভসমূহ যেমন; কোরআন, কাবা, নবী, নামায ইত্যাদির সম্মান এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনদের সর্বদা আদব ও সম্মান করা।
- (৬) যেই ওযীফাই পাঠ করবেন, অন্তরের একাগ্রতা (অর্থাৎ পরিপূর্ণ মনযোগ) সহকারেই পাঠ করা।
- (৭) যে আমল ও ওযীফা পাঠ করবেন, তার প্রভাব সম্পর্কে পুরোপুরি বিশ্বাস এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। যদি সন্দেহ থাকে তবে কোন ওযীফা ও আমলে প্রভাব থাকবে না।

(জান্নাতী জেওর, ৫৭৪ পৃষ্ঠা)

ওযীফা পাঠ করার জরুরী আদব

ওযীফা পাঠ করার কিছু জরুরী আদবও রয়েছে। প্রত্যেক আমলকারীর উপর আবশ্যিক যে, এর আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অন্যথায় দোয়া ও ওযীফার প্রভাব কমে যাবে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় আদব হলো:

- (১) প্রত্যেক আমল ও ওযীফা করার সময় খুবই বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে আল্লাহ পাকের দরবারে বিনয় ও প্রার্থনা প্রকাশ করা।
- (২) প্রত্যেক আমল ও ওযীফা শুরু করার পূর্বে কিছু সদকা ও খায়রাত করা।
- (৩) প্রত্যেক আমল ও ওযীফার পূর্বে ও পরে দরুদে পাক পাঠ করা।
- (৪) ওযীফা পাঠ করার পর যখন নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দোয়া করবে তখন একবারই দোয়া করে থেমে না যাওয়া বরং বারবার কেঁদে কেঁদে এই দোয়া করতে থাকা।
- (৫) যতটুকু সম্ভব হয় প্রত্যেক দোয়া ও ওযীফা ইত্যাদি আমল সমূহ একাকী পাঠ করা, যেখানে কারো আসা যাওয়া না হয়, কোন আওয়াজ না আসে।
- (৬) কোন মুসলমানের ক্ষতি করার জন্য কখনোই কোন আমল না করা, কোন ওযীফা পাঠ না করা।
- (৭) যখন কোন আমল করবে বা পাঠ করবে তখন এরমধ্যে খুবই কম আহার করা এবং সাধারণত খাবার খাওয়া, পেট ভরে না

খাওয়া, কেননা পেট ভরা লোকেরা দোয়ার প্রভাব থেকে প্রায় বঞ্চিত থাকে।

(৮) ওযীফা পাঠ করার সময় শরীর ও পোষাকের পবিত্রতা এবং পরিস্কার পরিছন্নতার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন, বরং সুগন্ধিও ব্যবহার করুন এবং প্রকাশ্য পবিত্রতা ও পরিস্কার পরিছন্নতার পাশাপাশি নিজের চরিত্র ও আচরণ এবং অভ্যন্তরীণ পরিছন্নতারও ব্যবস্থা করুন।

(৯) প্রত্যেক আমল উত্তম সময়ে করুন এবং প্রত্যেক ওযীফা কিবলামুখী হয়ে পাঠ করুন। (জান্নাতী জেওর, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

আশা করছি, এরূপ বিস্তারিতভাবে পাঠ করার পর আপনি দোয়া এবং ওযীফার রহস্য ও শর্তাবলী এবং আদব সম্পর্কে জেনে গেছেন। এবার করোনা ভাইরাসসহ অসংখ্য বিপদাপদ থেকে মুক্তির দোয়া এবং ওযীফাগুলো লক্ষ্য করুন:

করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য বিপদাপদ থেকে মুক্তির কোরআনী চিকিৎসা

কোরআনে করীম তো বিভিন্ন রোগের সর্বোত্তম প্রতিষেধক। যেমনটি শ্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: خَيْرُ الدَّوَاءِ الْفُرْأُنُ অর্থাৎ সর্বোত্তম ঔষধ হলো কোরআনে করীম। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত ত্বিব, বাবুল ইত্তিশফাআ বিল কোরআন, ৪/১১৬, হাদীস ৩৫০১) হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ অনন্য রুহানী চিকিৎসা হলো তা, যা কোন কোরআনী আয়াতের মাধ্যমে করা হয়, যেমনটি ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাঈলের

৮২নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর
আমি কোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করি
ওই বক্তৃ, যা ঈমানদারদের জন্য
আরোগ্য ও রহমত;

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে গলা
ব্যথার অভিযোগ করলো তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ
করলেন: কোরআন পাঠ করো। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৫১৯, হাদীস ২৫৮০)

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর
দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: আমার বুকে ব্যথা। ইরশাদ
করলেন: কোরআন পাঠ করো, কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ
করেন:

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর
অন্তরগুলোর বিশুদ্ধতা।

(তাফসীরে দুররে মানসুর, পারা ১১, ইউনুস, ৫৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩৬৬)

এরূপ বিস্তারিত বর্ণনা থেকে জানা গেলো, কোরআনে মজীদ
অন্তর, শরীর এবং রুহ সব কিছুর জন্যই ঔষধ স্বরূপ। যখন কিছু
কিছু বাক্যেরও বিশেষত্ব ও উপকারীতা রয়েছে তবে রব তায়ালা
কালাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? যার ফযীলত অন্যান্য বাক্যের
উপর এমন, যেমনটি আল্লাহ পাকের তাঁর সৃষ্টির উপর। কোরআনে
পাকে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা বিশেষ রোগ এবং বিপদ দূর
করার জন্য, এই আয়াতের পরিচয় বিশেষ লোকেরাই জানে।

(ফয়যুল কদীর, ৩/৬২৮)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কোরআনে পাকের প্রত্যেকটি সূরার নিজস্ব ফযীলত, বিশেষত্ব এবং শান রয়েছে, যা প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা, দুঃখ কষ্ট দূর করে অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করা এবং রোগ থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট। উৎসাহ প্রদানের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “জান্নাতী জেওর”^(১) থেকে কোরআনে পাকের কয়েকটি সূরার ফযীলত ও বিশেষত্ব এবং উপকারীতা লক্ষ্য করুন:

- ✽ সূরা ফাতিহা ১০০বার পাঠ করে যে দোয়া করা হয়, কবুল হয়ে থাকে।
- ✽ সূরা বাকারার তিলাওয়াতে শয়তান ঘর থেকে পালিয়ে যায়।
- ✽ আয়াতুল কুরসী পাঠ করাতে অভাব দূর হয়ে যায়।
- ✽ সূরা কাহাফ সর্বদা পাঠকারী দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।
- ✽ পিতামাতার কবরে প্রতি শুক্রবার সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করাতে এর প্রতিটি হরফের সমান তার (পাঠকারীর) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।
- ✽ সূরা দুখান পাঠ করাতে বিপদ দূর হয়ে যায়।

১, “জান্নাতী জেওর” শায়খুল মুহাদ্দীস আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখিত ইসলামী জীবন অতিবাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, মাসআলা এবং পদ্ধতি সম্বলিত একটি কিতাব। দা'ওয়াতে ইসলামীর সংকলন ও রচনা বিভাগ আল মদীনাতে ইলমিয়া ওলামারা এর উৎস নিরূপন করে ২০০৬ সালে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত হয় এবং এখন পর্যন্ত (এপ্রিল ২০২০সাল) তা ১৩টি আলাদা অডিশনে ৬৯ হাজারেরও বেশি সংখ্যায় ছাপানো হয়েছে।

- ✽ যে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে যায় তার উপর সূরা জাশিয়া পাঠ করে ফুঁক দেওয়াতে তার ঈমানের সহিত মৃত্যু হয়।
- ✽ সূরা হুজরাত পাঠ করা এবং ফুঁক দিয়ে পানি পান করা ঘরে কল্যাণ ও বরকতের জন্য উপকারী।
- ✽ সূরা ক্বাফ পাঠ করাতে বাগানে ফল বৃদ্ধি পায়।
- ✽ সূরা রহমান ১১বার পাঠ করাতে সকল উদ্দেশ্য পূরণ হয়।
- ✽ সূরা ওয়াকিয়া যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঠ করবে, সে কখনো অভাবে থাকবে না।
- ✽ সূরা মুলক প্রতিরাতে পাঠকারী কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।
- ✽ সূরা মুয্যাম্মিল ১১বার পাঠ করাতে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যায়।
- ✽ সূরা মুদাসসীর পাঠ করে কোরআন হিফযের দোয়া করাতে কোরআনে করীম মুখস্ত করা সহজ হয়ে যায়।
- ✽ সূরা আন-নাযিআত পাঠ করাতে মৃত্যুকষ্ট হয়না।
- ✽ সূরা দোহা পাঠ করাতে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ফিরে আসে।
- ✽ সূরা আলাম নাশরাহ যে সম্পদের উপর পাঠ করে ফুঁক দেয়া হয়, তাতে প্রচুর বরকত হয়।
- ✽ সূরা তীন ৩বার পাঠ করাতে চরিত্র এবং আচরণ উত্তম হয়।
- ✽ সূরা আলাক জোড়ার ব্যথার চিকিৎসা রয়েছে।
- ✽ সূরা কদর যে সকাল ও সন্ধ্যায় পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার সম্মান বৃদ্ধি করে দিবেন।
- ✽ সূরা বাইয়্যিনাহ'য় কুষ্ঠ ও পাভুরোগের চিকিৎসা রয়েছে।

- ✽ সূরা যিলযাল কোরআনে এক চতুর্থাংশের সমান।
- ✽ যে ব্যক্তি বা পশুর নযর লেগেছে, তার উপর সূরা আদিয়াত পাঠ করে ফুঁক দেয়া উপকারী।
- ✽ সূরা ক্বারিয়া পাঠ করাতে বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।
- ✽ সূরা তাকাসুর ৩০০বার পাঠ করাতে খুব দ্রুত ঋণ শোধ হয়ে যায়।
- ✽ সূরা আসর পাঠ করাতে দুঃখ দূর হয়ে যায়।
- ✽ সূরা হুমাযাহ এবং সূরা ফীল শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা এবং সূরা কোরাইশ প্রাণের নিরাপত্তার জন্য পরীক্ষিত।
- ✽ সূরা মাউন বড় বিপদের সময় পাঠ করা উপকারী।
- ✽ সূরা কাউসার তিলাওয়াত করাতে নিঃসন্তান, সন্তান লাভ করে।
- ✽ সূরা কাফেরুন কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।
- ✽ সূরা ইখলাস কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান, এর অনেক ফযীলত রয়েছে।
- ✽ সূরা ফালাক এবং সূরা নাস দ্বারা জ্বীন ও শয়তান এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়।

(জান্নাতী জেওর, ৫৮৮-৬০৫ পৃষ্ঠা)

আয়াতে শিফা দ্বারা চিকিৎসা

যেকোন ধরনের রোগ, বিপদ বা দুর্দশার সময় কোরআনে পাকের নিম্নলিখিত ছয়টি আয়াতে শিফা পাঠ করে ফুঁক নিন বা পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগীকে পান করিয়ে দিন অথবা কোন কাগজে লিখে তাবীয বানিয়ে পরিয়ে নিন, **إِن شَاءَ اللَّهُ** এর বরকতে সকল রোগ ব্যাধি থেকে শিফা অর্জিত হবে:

﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ (পারা ১০, তাওবা, ১৪)

﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ (পারা ১১, ইউনুস, ৫৭)

﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ (পারা ১৪, নাহল, ৬৯)

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (পারা ১৫, বনী ইনরাঈল, ৮২)

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (পারা ১৯, আশ শো'আরা, ৮০)

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَمَّنَّا هُدًى وَشِفَاءً﴾ (পারা ২৪, হা মীম সাজদা, ৪৪)

সূরা নূহ তিলাওয়াতের বরকত

রোম দেশে মহামারী ছড়িয়ে পড়লো তখন কোন এক নেককার ব্যক্তি প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কে স্বপ্নে দেখলেন এবং মানুষের উপর আগত মুসিবতের কথা উল্লেখ করে সাহায্য চাইলেন, তখন প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** “তিন হাজার তিন শত ষাটবার সূরা নূহ তিলাওয়াত করে আল্লাহ পাকের দরবারে এই মহামারী থেকে মুক্তির দোয়া করার আদেশ দিলেন।” তা শুনে লোকেরা প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর আদেশ পালন করলো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া প্রার্থনা করলো, নিজেদের গুনাহ থেকে তাওবা করলো। সাতদিন এই আমল অব্যাহত রাখলো এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় এই মহামারী ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেলো। (আন নুজুমুয যাওয়াহেরা ফি মুলকিল মিসরিল কাহেরা, ১০/১৬১)

করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য মুসিবত থেকে নিরাপত্তার জন্য ১৩টি দোয়া

(১) “لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ” শরীফ এমন একটি শক্তিশালী (Power Full) ওযীফা, যা বিপদাপদের চোরাবালি থেকে বের হওয়ার জন্য খুবই উপকারী, অতএব যখনই কোন বিপদ বা রোগ বালাই এসে যায়, মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, জীবন বা আর্থিক ক্ষতি হয়ে যায়, যেমন; গাড়ি, মালামাল বা টাকা চুরি হয়ে যায়, ঘর, দোকান বা অফিসে আগুন লেগে যায়, অন্যায়ে বা প্রতারণা করা হয়, শত্রুর ভয় শান্তি কেড়ে নেয়, অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, অন্যায়েভাবে মামলায় (Case) ফেঁসে যায়, কোন দূর্ঘটনা ঘটে যায়, ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দেয়, ঝড়, বন্যা বা ভূমিকম্প হয়, ঘরে কোন রোগ এসে যায় মোটকথা সর্বাবস্থায় “لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ” অধিকহারে পাঠ করুন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** উপকার হবে এবং উপকার কেনইবা হবে না, স্বয়ং রাসূলে পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** নিজের সত্য যবানে “لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ” শরীফের ফযীলত এবং এর বরকত বর্ণনা করেছেন।

আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর চারটি বাণী শ্রবন করি:

(১) ইরশাদ করেন: **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** পাঠ করতে থাকো, কেননা এটা জান্নাতের ধনভান্ডারের মধ্যে একটি ধনভান্ডার।

(মুসলিম, কিতাবুয় যিকরি ওয়াদ দোয়া, বাবু ইস্তিহ্বাব খফয..., ১১১২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭০৪)

(২) ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদের জান্নাতের দরজার মধ্যে একটি দরজা সম্পর্কে বলবো না? আরয় করা হলো: তা কি?

ইরশাদ করলেন: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ।

(মাজমাউয যাওয়য়িদ, কিতাবুল আযকার, বারু মাজা ফি..., ১০/১১৮, হাদীস ১৬৮৯৭)

(৩) ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ পাঠ করলো, তবে তা (তার জন্য) ৯৯টি রোগের ঔষধ, এরমধ্যে সবচেয়ে হালকা রোগ হলো দুশ্চিন্তা ও কষ্ট ।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/২৯১, হাদীস ৩)

(৪) ইরশাদ করেন: হে আলী! আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলবো না, যা তুমি বিপদের সময় পাঠ করে নিবে। আরয় করলেন: অবশ্যই ইরশাদ করুন! আপনার প্রতি আমার প্রাণ উৎসর্গিত! সকল কল্যাণ আমি আপনার নিকটই শিখেছি। ইরশাদ করলেন: যখন তুমি বিপদে ফেঁসে যাবে তখন এভাবে পড়ো: “ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ” ব্যস আল্লাহ পাক এর বরকতে যেসকল বিপদ চাইবেন দূর করে দিবেন।

(আমলুল ইয়াউমু ওয়াল লাইলাতি, ১২০ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও ওলামায়ে কিরামরাও “ لَا حَوْلَ ” শরীফের অসংখ্য বরকত বর্ণনা করেছেন। যেমনটি হাকিমুল উম্মাত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ লিখেন: সুফীয়ায়ে কিরাম বলেন: যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যা একুশবার (২১) “ لَا حَوْلَ ” শরীফ (অর্থাৎ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) পানিতে ফুক দিয়ে পান করে নিবে,

তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৮৭)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যখন তোমরা অনেক বড় বিষয়ে ফেঁসে যাও তখন বলো: **أَرْثَاكَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। (জামেউ সগীর, ১/৬১, হাদীস ৮৯৭)

(৩) রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে দেখে এই দোয়া পাঠ করবে, তবে এই বিপদে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে: **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَاقَبَنِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ** অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন যে বিপদে আপনাকে ফেলেছেন। আর আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৭২, হাদীস ৩৪৪২)

এটা তো স্পষ্ট যে, দোয়া কবুল এবং ওযীফার প্রভাব কার্যকারিতার পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা শর্ত। আসুন! আলা হযরত ইমামে আহলে সুনাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ** এর একটি ঈমান ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করুন: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ** বলেন: এক ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত করলেন এবং জোর করে নিয়ে গেলেন। তখন জনাব সৈয়দ হাবীবুল্লাহ দামেশকী জিলানি আমার এখানে অবস্থান করছিলেন, তাঁকেও দাওয়াত করেছিলো, তিনিও আমার সাথে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে দাওয়াতের এই কার্যক্রম ছিলো

যে, কয়েকজন লোক গরুর কাবাব এবং হালুয়ায়ী পুরি বানাচ্ছিলো, এগুলোই খাবার ছিলো। সৈয়দ সাহেব আমাকে বললেন: “গরুর মাংসের তো অভ্যাস নাই এবং এখানে আর কোন জিনিসও নাই, উত্তম হবে, বাড়ির কর্তাকে বলে দেয়া।” আমি বললাম: “এটা আমার অভ্যাস নয়।” সেই পুরি এবং কাবাব খাবো। সেই দিনই মাঁড়িতে ইনফেকশন হয়ে গেলো এবং এত বৃদ্ধি পেলো যে, কঠনালী ও মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। খুবই কষ্টে সামান্য দুধ কঠনালী দিয়ে নিচে নামতো এবং এতেই সম্ভ্রষ্ট থাকতেন, কথা একেবারেই বলতে পারছিলেন না, এমনকি কেরাতে সিররীও (অর্থাৎ ধীরে কিরাত) পাঠ করতে পারতেন না, সুল্লাতও কারো এজ্জেদায় আদায় করতেন। যদি কাউকে কিছু বলতে হতো তবে লিখে দিতেন, প্রচণ্ড জ্বর ছিলো এবং কানের পেছনে গিল্টি হয়ে গিয়েছিলো। আমার ছোট ভাই মরহুম মাওলানা হাসান রযা খাঁন একজন ডাক্তার নিয়ে আসলো। তখন বেরেলীতে প্লেগ রোগ বিস্তার করেছিলো। ডাক্তার সাহেব ভালভাবে দেখে সাত আটবার বললো: “এটা তাই! এটা তাই! এটা তাই!” অর্থাৎ প্লেগ। আমি একেবারে কথা বলতে পারছিলাম না, তাই উত্তর দিতে পারছিলাম না, অথচ আমি ভালভাবে জানি যে, সে ভুল বলছে, আমার প্লেগ হয়েছে আর **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** কখনো হবে না, এই কারণে যে, আমি প্লেগ রোগীকে দেখে অনেকবার এই দোয়া পাঠ করে নিয়েছি, যার জন্য প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করবে, সে এই বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। সেই দোয়াটি হলো: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا**। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৬৯ পৃষ্ঠা) তাঁর

পরিপূর্ণ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের অনুমান এর থেকেও হয়ে যায় যে, একদিন বললেন: ঠান্ডা, প্লেগ এবং সংক্রামক রোগ-বালাই যা রয়েছে এবং অন্ধ ও কানা, কুষ্ঠ, ধবল ইত্যাদি আমার প্রতি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওয়াদা হলো যে, এই রোগ তোমার হবে না, যার উপর আমার ঈমান রয়েছে। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৮০ পৃষ্ঠা)

(৪) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আমি তোমাদের এমন জিনিস বলবো না, যদি তা তোমরা দুনিয়াবী দুঃখ বা বিপদাপদের সময় পড়ো তবে সেই দুঃখ চলে যাবে? আরয করা হলো: জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! অবশ্যই বলুন! তখন হযরত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: তা হলো হযরত ইউনুসের দোয়া “لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ”। অপর এক হাদীসে রয়েছে, এই আয়াতে করীমা: “لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ” ইসমে আযম, এর সাথে যে দোয়া করা হয় তা কবুল হয়। (মুস্তাদরিক, কিতাবুদ দোয়া ওয়াত তাকবীর..., ২/১৮৪, হাদীস ১৯০৮) একে কোরআনী দোয়া বলা হয় এবং বালা মুসিবত দূর করার জন্য খুবই উপকারী। (ফায়য়িলে দোয়া, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

(৫) হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, যখনই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আসমানের দিকে নিজের মাথা উঠিয়ে ইরশাদ করতেন: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ।

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়াকওলু আব্দুল করব, ৫/২৭৪, হাদীস ৩৪৪৭)

(৬) হযরত আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যখন কোন বিষয় চিন্তিত করতো তখন তিনি يَا عِزِّي يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ পাঠ করতেন।

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু তা:১০০, ৫/৩১১, হাদীস ৩৫৩৫)

(৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিপদের সময় এই বাক্য দ্বারা দোয়া করতেন: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ।

(মুসলিম, কিতাবুয যিকরি..., বাবু দোয়ায়িল করব, ১১২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৩০)

(৮) হযরত ফরোয়া বিন নওফেল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন; আমি হযরত আয়েশা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কে জিজ্ঞাসা করলাম: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কোন বাক্য দ্বারা দোয়া করতেন, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বললেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এভাবে দোয়া করতেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِدْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ।

(মুসলিম, কিতাবুয যিকরি..., ১১১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭১৬)

(৯) بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৪২৮, হাদীস ৫০৮৮)

(১০) أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ।

(মুসলিম, কিতাবুয যিকরি..., ১১১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭০৮)

(১১) اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي. اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي. اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৪২৮, হাদীস ৫০৯০)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ. مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ. وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (১২)

(বুখারী, কিতাবু আহাদিসীল আখিয়া, ২/৪২৮, হাদীস ৩৩৭১)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ. مُذْهِبَ الْبَأْسِ. اشفِ أَنْتَ الشَّافِي. لِاشْفَانِي إِلَّا أَنْتَ. (১৩)

شفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا | (বুখারী, কিতাবুত ত্বিব, ৪/৩২, হাদীস ৫৭৪২)

করোনা ভাইরাস ও অন্যান্য বিপদ থেকে নিরাপত্তার জন্য সাতটি ওযীফা

(১) يَا مُؤْمِنِينَ: এই ওযীফাটি প্রতিদিন ২৯ বার পাঠ করাতে প্রত্যেক আপদ ও বালা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মাদানী পাঞ্জেশূরা, ২২১ পৃষ্ঠা)

(২) يَا قَهَّارُ: ১০০ বার পাঠ করাতে বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে।

(মাদানী পাঞ্জেশূরা, ২২২ পৃষ্ঠা)

(৩) يَا لَطِيفُ: প্রতিদিন তাহিয়্যাতুল অযু নামাযের পর ১০০ বার পাঠ করাতে রোগ এবং বিপদ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

(মাদানী পাঞ্জেশূরা, ২২৪ পৃষ্ঠা)

(৪) يَا حَسِيبُ: প্রতিদিন ৭০ বার পাঠকারী সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে। (মাদানী পাঞ্জেশূরা, ২২৫ পৃষ্ঠা)

(৫) يَا وَكِيلُ: প্রতিদিন আসরের সময় ৭ বার পাঠকারী সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে। (মাদানী পাঞ্জেশূরা, ২২৭ পৃষ্ঠা)

(৬) يَا غِي: ১০০০বার পাঠকারী রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

(মাদানী পাঞ্জেশূরা, ২২৮ পৃষ্ঠা)

(৭) يَا صَبُورُ: ৩৩বার পাঠ করাতে ব্যথা, বিপদ এবং দুঃখে প্রশান্তি নসীব হয়ে থাকে। (মাদানী পাঞ্জেশূরা, ২৩২ পৃষ্ঠা)

দুঃখ যখন তোমায় ঘিরে নিলো তবে দরুদ পড়ো

দুঃখী, শোকার্ত, বিপর্যস্ত, বিপদে লিপ্ত, রোগী, হারামাঙ্গন তায়িবাঙ্গনে হাজিরির আত্মহ পোষণকারীদের উচিত, তারা যেনো উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সর্বদা প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে বরং এতে নিজের ওয়ীফা বানিয়ে নিন। الْحَمْدُ لِلَّهِ দরুদ শরীফের ফযীলত সম্বলিত অসংখ্য কিতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে, ওলামায়ে কিরামরাও প্রায় এর ফযীলত ও প্রতিদান এবং এর বরকত বর্ণনা করতে থাকেন। অধিকহারে দরুদে পাক পাঠকারী সৌভাগ্যবান মুসলমান কিরুপ বরকত লাভ করে তা লক্ষ্য করুন:

(১) যে সৌভাগ্যবান রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করে, তার প্রতি আল্লাহ পাক, ফিরিশতা এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ স্বয়ং দরুদ প্রেরণ করেন। (২) দরুদ শরীফ গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। (৩) দরুদ শরীফের কারণে আমল পবিত্র হয়ে যায়। (৪) দরুদ শরীফের কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (৫) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (৬) দরুদ শরীফ প্রেরণকারীর জন্য স্বয়ং দরুদ ইস্তিগফার করে থাকে। (৭) তার আমলনামায় এক কীরাত সাওয়াব লিখা হয়, যা উহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে থাকে। (৮) দরুদ শরীফ পাঠকারী প্রতিদানের (সাওয়াব) পরিপূর্ণ পরিমাণ লাভ করবে। (৯) দরুদ শরীফ সেই ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, যে তার ওয়ীফার পুরো সময় দরুদ পাক পাঠ করতে অতিবাহিত করে। (১০) বিপদ থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে যায়।

- (১১) তার দরুদে পাকের সাক্ষী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দিবেন।
- (১২) তার জন্য শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। (১৩) দরুদ শরীফ দ্বারা আল্লাহ পাকের সম্ভ্রষ্ট এবং তাঁর রহমত অর্জিত হয়।
- (১৪) আল্লাহ পাকের অসম্ভ্রষ্টি থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়।
- (১৫) আরশে ছায়ার নিচে জায়গা হবে। (১৬) মীযানে নেকীর পাল্লা ভারী হবে। (১৭) হাউযে কাউসারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ হবে। (১৮) কিয়ামতের পিপাসা থেকে নিরাপত্তা লাভ হবে।
- (১৯) জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। (২০) পুলসিরাতে চলা সহজ হয়ে যাবে। (২১) মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের গন্তব্য দেখে নিবে। (২২) জান্নাতে অসংখ্য বিবি পাবে। (২৩) দরুদ শরীফ অভাবীদের জন্য সদকার স্থলাবিধিষ্ক হবে। (২৪) তা আপদমস্তক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। (২৫) দরুদ শরীফের ওযীফা পাঠে সম্পদে বরকত হয়ে থাকে। (২৬) এর কারণে একশত বরং এর চেয়েও বেশি চাহিদা পূরণ হয়। (২৭) এটা একটি ইবাদত। (২৮) দরুদ শরীফ আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় আমলের অন্তর্ভুক্ত।
- (২৯) দরুদ শরীফ মজলিশের সৌন্দর্য্য। (৩০) দরুদ শরীফের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূর হয়। (৩১) জীবনের অভাব দূর হয়ে যায়।
- (৩২) এর মাধ্যমে কল্যাণের স্থান অন্বেষণ করা হয়। (৩৩) দরুদ শরীফ পাঠকারী কিয়ামতের দিন সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বেশি নিকটে থাকবে। (৩৪) দরুদ শরীফ দ্বারা দরুদ পাঠকারী স্বয়ং, তার সন্তান, নাতি উপকৃত হবে।
- (৩৫) সেও উপকৃত হবে যাকে দরুদ শরীফের সাওয়াব পৌঁছানো হয়েছে। (৩৬) আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর

নৈকট্য নসীব হবে। (৩৭) এই দরুদ একটি নূর, এর মাধ্যমে শত্রুদের উপর বিজয় অর্জন করা যায়। (৩৮) মুনাফেকী এবং মরিচা থেকে অন্তর পবিত্র হয়ে যায়। (৩৯) দরুদ শরীফ পাঠকারীকে মানুষ ভালবাসে। (৪০) স্বপ্নে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত হয়। (৪১) দরুদ শরীফ পাঠকারী মানুষের গীবত করা থেকে নিরাপদ থাকে। (৪২) দরুদ শরীফ সকল আমলের চেয়ে বেশি বরকতময় এবং উত্তম আমল। (৪৩) দরুদ শরীফ দ্বীন ও দুনিয়ায় অধিক উপকারজনক এবং এছাড়াও এই ওযীফায় এই বুদ্ধিমান লোকের জন্য অনেক বেশি সাওয়াব রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুক। আমিন।

(সীরাতুল জিনান, ২২ পারা, আহযাব, ৫৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৭৭-৭৮)

ওযীফা পাঠে স্থায়ীত্ব কিভাবে অর্জন হবে?

অনেক সময় বর্ণিত দোয়া এবং বিভিন্ন ওযীফার ফযীলত ও বরকত শুনে পাঠ করার মানসিকতা তৈরী হয়, কিন্তু এতে স্থায়ীত্ব পাওয়া যায়না, এর মূল কারণ কি হতে পারে।

প্রথম কারণ: সম্ভবত বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে না জানা, যার কারণে আমরা বিভিন্ন ওযীফা পাঠ করা থেকে বঞ্চিত থাকি, এই দুর্বলতা দূর করা উচিত। এমনিতে তো আমাদের নামায পড়তেই হবে, কোরআন তিলাওয়াত তো করতেই হবে, আমরা কোরআনে করীম বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা শিখে নিই, এর বরকতে বিভিন্ন ওযীফা বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা সহজ হয়ে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে কোরআনে করীম বিশুদ্ধ মাখারীজ

সহকারে পাঠ করার রীতিমতো ব্যবস্থা করা হয়, মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশের অধীনে দেশ বিদেশে হাজারো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা মসজিদ, মার্কেট এবং অফিস ইত্যাদিতে লাগানো হয়ে থাকে, যাতে লাখে আশিকানে কোরআন ফি সাবিলিল্লাহ কোরআন শিক্ষা অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। এই আশিকানে রাসূলের মধ্যে আমরাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ মাখারীজ সহকারে কোরআনে করীম শিখার সৌভাগ্য অর্জন করি।^(১) দা'ওয়াতে ইসলামী আমাদের “মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন মজলিশ” এর অধীনে অনলাইন কোরআনে করীম পড়ার সুযোগও প্রদান করছে।^(২)

দ্বিতীয় কারণ: সম্ভবত আমরা দ্রুত ঘাবড়ে যাই যে, দোয়া পাঠ করা এবং অমুক ওযীফায় তো অনেক সময় লেগে যায়, আমার নিকট এত সময়ই তো নেই। এই বিষয়টি এভাবে বুঝুন যে, যদি কোন দীর্ঘ সফর করতে হয়, যেমন; চট্টগ্রাম থেকে রাজশাহী যেতে হয় তবে সে কিছুক্ষণ পর পথে দেয়া কিলোমিটারের চিহ্নগুলো দেখতে যে, আর এতটুকু সফর অবশিষ্ট আছে, এবার এতটুকু সফর অবশিষ্ট, এই কিলোমিটারের চিহ্নগুলো দেখতে থাকতে তার অনুভব হয় যে, সম্ভবত তার সফর সহজ হয়ে যাচ্ছে, একপর্যায়ে সে নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

১. এই পর্যন্ত শুধুমাত্র আমাদের দেশেই প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার সংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার আটশত একুশ আর অধ্যয়নরতদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত একাত্তর জন।
২. মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইনে প্রায় ৭০টি দেশের ১৪৭০০ (চৌদ্দ হাজার সাতশত) এরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়ছে।

অনুরূপভাবে সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং প্রথমদিকে কয়েকটি ওযীফা পাঠ করার সময়ের অনুমান করে নিন যে, অমুক ওযীফা পাঠ করতে কত সময় লাগছে, যেমন; সূরা মুলক তিলাওয়াত করতে প্রায় ৫ মিনিট লাগে, শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়ায় প্রদত্ত ওযীফাগুলোর মধ্যে প্রতিদিনকার একটি ওযীফা রয়েছে, যা ৭০বার পাঠ করতে হয় এবং তা হলো “**اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَاتُوبُ اِلَيْهِ**” এতে প্রায় ৪ মিনিট সময় লাগে, ১৬৬ বার পাঠ করতে হয় “**لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ**” (শেষে “**مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ**”) এতে প্রায় ৪ মিনিট সময় লাগে, ১১১ বার যদি এই দরুদ শরীফ “**صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**” পাঠ করা হয় তবে প্রায় ৪ মিনিট সময় লাগে। তিন কুল (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস) পাঠকারীদের জন্য সকল বালা মুসিবত থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, এই ওযীফা পাঠ করতে প্রায় দেড় মিনিট সময় লাগে। অনুরূপভাবে যদি আমরা ভাবি অসংখ্য ওযীফা এমনও রয়েছে যা পাঠ করতে খুবই অল্প সময় লাগে, এভাবে পর্যবেক্ষণ করাতে আল্লাহ পাকের দয়ায় আশা করা যায় যে, পাঠ করাতে দৃঢ়তা নসীব হবে। **اِنْ شَاءَ اللهُ**

অতঃপর আমরা এটাও ভাবি যে, প্রতিদিন জানিনা কত ঘন্টা অহেতুক কথাবার্তার অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে গীবতও হয়ে যায়, অনেক মুসলমান মনে কষ্টও পেয়ে যায়, মুখের অসতর্কতার কারণে হয়তো মিথ্যাও বের হয়ে যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুখের বিশুদ্ধ ব্যবহার করা অবস্থায় অধিকহারে তাঁর যিকির করা

এবং নবী করীম ﷺ এর দরুদ পাঠ করার তৌফিক দান করুক।

যিকির ও দুরুদ হার গড়ি ভিরদে যব্বাঁ রাহে

মেরী ফুয়ল গোয়ী কি আদত নিকাল দো (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

(৭) বিচক্ষণতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন

মহামারী আসাতে সাধারণত মানুষ অস্থির, আতঙ্ক এবং বিভ্রান্তির স্বীকার হয়ে যায় আর তাদের মাঝে এক ধরনের হতাশা ছড়িয়ে পড়ে অথচ আমাদের নির্বুদ্ধিতা সামান্য বিপদকেও পাহাড় সম বানিয়ে দেয় আর বিচক্ষণতা পাহাড় সমান বিপদকে নগন্য বানিয়ে দেয়। নির্বুদ্ধিতার কারণে মহামারী ততটুকু ছড়ায়না যতটুকু আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়, সুতরাং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আমল করুন:

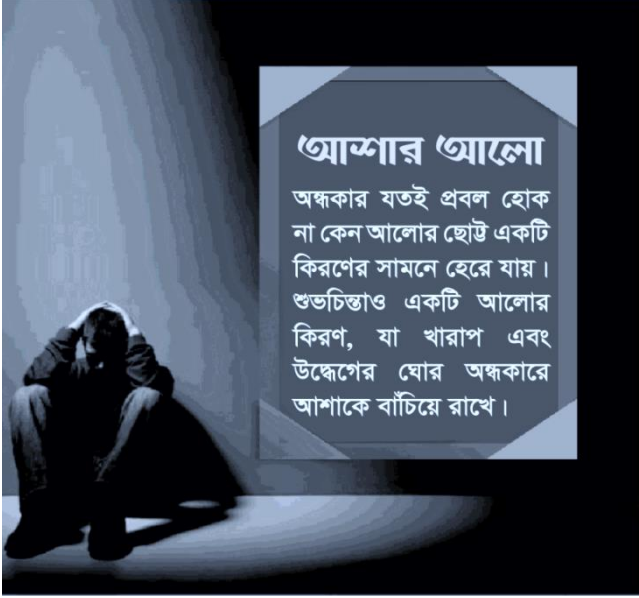
✽ বর্তমান সময়ে তথ্যাবলী, সংবাদ এবং অবহিত করার মাধ্যমের গতি যতটা দ্রুত ততই দ্রুত দায়িত্বহীন আচরন প্রসার লাভ করছে, ভুল সংবাদ এবং ভিত্তিহীন গুজবও এই মাধ্যমের জন্য দায়ী হয়ে থাকে। যারা এই মাধ্যমগুলোতে দেয়া সংবাদ যাচাই বাচাই না করেই গ্রহন করে নেয়, তারা ততই অস্থির ও অশান্তিতে থাকে। অবস্থার চাহিদা হলো, স্পর্শকাতর সংবাদ এবং সংবেদনশীল খবর প্রচার করা থেকে বিরত থাকা বরং এই ধরনের পরিস্থিতিতে খুশি ও উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদগুলোকে কথাবার্তার অংশ বানানো উচিত, যেমন; শুধু এরূপ না বলা যে, অমুক অমুক দেশে এত হাজার লোক মারা গেছে বরং মৃতের সংখ্যা বলে এটাও বলা উচিত যে,

পৃথিবীতে কয়েক লাখ রোগীও এই মহামারী থেকে সুস্থ হয়েছে এবং কোটি কোটি লোক এই মহামারী থেকে নিরাপদ আছে, এভাবেই সংবাদ ও অবহিতকরণের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়া ভয়কে কমিয়ে নিজের ভূমিকা রাখা যেতে পারে।

✽ মহামারীকে আয়ত্তে আনার জন্য প্রশাসন ব্যতিক্রমী পদক্ষেপও গ্রহন করে থাকে, এই পদক্ষেপ আমাদের নিরাপত্তার জন্যই হয়ে থাকে, তবে শর্ত হলো, তা যেনো শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, সুতরাং এই পরিস্থিতিতে মহামারী থেকে মুক্তির জন্য এই বিধি নিষেধ সহ্য করে নিন, হয়তো আমাদের এই সহযোগিতা অনেক বড় ধ্বংসযজ্ঞতার সামনে ধাতব দেয়াল হিসেবে পরিগণিত হবে।

✽ করোনা ভাইরাস বা অন্যান্য সংক্রামক রোগে ভীড়ের মধ্যে যেতে বাঁধা দেয়া হয় এবং ঘরেই অবস্থান করতে বলা হয়, যাতে মহামারী ছড়িয়ে পড়াকে আটকানো যায়, কিন্তু বোকারা ঘুরাঘুরি করতে থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিচক্ষণতা প্রদর্শন করে অকারনে ঘুরাঘুরি করা থেকে বিরত থাকুন এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের বর্ণনাকৃত সামাজিক দূরত্ব (Social Distance) বজায় রাখুন, কিন্তু অন্তর জুড়ে রাখুন যাতে সতর্কতা ও সমাজ উভয় ঠিক রাখা যায়।

✽ করোনা ভাইরাস বা এর ন্যায় অন্যান্য মহামারীতে আমাদের মধ্যে কারো রোগে শুধু উপসর্গ প্রকাশ পায় বা কেউ আক্রান্ত হয়ে যায় তবে বিচক্ষণতা হলো, দ্রুত হাসপাতালে চলে যাওয়া এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা।



৩য় অধ্যায়: আমাদের আচরণ

সংক্রামক রোগ ও আমাদের ভুল আচরণ

পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ কখনো আরো পরিপক্ষ হয়ে যায় আর কখনো বেঁকে যায়, পরিপক্ষ হয়ে সে নিজের জীবন সতর্কতার সহিত অতিবাহিত করে, দেখে শুনে কদম রাখে এবং ঐসকল কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং সৃষ্টিজগতের মনকষ্টের কারণ হয়, কিন্তু বেঁকে যাওয়ার কারণে হতাশার হাতুড়ী তাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সংক্রামক রোগও একধরনের পরীক্ষা, এথেকে নিজেকে বাঁচানো যতটা জরুরী তার চেয়ে আরো অনেক বেশি এই অবস্থায় নিজের

আচরণকে সঠিক, পরিবেশ বান্ধব এবং তিজতা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, যাতে এই সংক্রামক রোগ জীবনকে কঠিন বানাতে না পারে বরং গুরুতর অবস্থায় সাহস উঁচু রাখা এবং সমস্যাকে সহজ করার চেষ্টা করা। সংক্রামক রোগে আমাদের আচরণ খারাপ হয়ে যায়, নিম্নে কয়েকটি খারাপ আচরণকে চিহ্নিত করা হলো:

(১) রোগীকে ঘৃণা করা

পৃথিবীর যেকোন স্থানে ছড়িয়ে পড়া মহামারির কারণে অনেক লোক রোগে আক্রান্ত হয়, এই পরিস্থিতিতে আয়ত্বে রাখার জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি “একে অপরের প্রয়োজন” হয়ে থাকে, কিন্তু এই ধরনের সংক্রামক রোগে এরূপ খারাপ আচরণ পরিলক্ষিত হয় যে, মহামারীতে আক্রান্ত রোগী থেকে বাঁচতে এবং তাকে প্রবল ঘৃণিত মনে করার কারণে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। কিছুক্ষণের জন্য চোখবন্ধ করে নিন এবং সেই রোগীর স্থানে নিজেকে কল্পনা করে দেখুন, যদি আপনার সাথেও এরূপ আচরণ করা হয় তবে আপনার কিরূপ অনুভব হবে? নিঃসন্দেহে আপনার আকাঙ্ক্ষা হবে যে, এই কঠিন সময়ে আপনার সাথে ভাল আচরণ করা হোক, সবাই সহানুভূতি প্রদর্শন করুক এবং সাহস বৃদ্ধি করুক, যাতে অসুস্থতার সাথে লড়াই করতে সাহায্য হয়, অতএব সেই মহামারী থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করুন কিন্তু রোগীকে ঘৃণা করবেন না বরং এই মানসিকতা রাখুন যে, এই সময়ে তার আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

(২) অনুভূতিহীনের চেতনা

ফুল এবং কাঁটার কাণ্ড এটাই হয়ে থাকে কিন্তু ফুল থেকে সুগন্ধি পাওয়া যায় আর কাঁটা থেকে আঘাত। সমাজের কল্যাণ কামনা এবং সহানুভূতি সম্পন্নরা “ফুলে”র ন্যায়, যাদের সহযোগিতা দুঃখীদের জন্য উপশম এবং মহামারীতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য উৎসাহ প্রদান করে আর অনেকসময় এরূপ ব্যক্তিদের উচ্চ অনুপ্রেরণা মহামারীকে পরাজয় করে পুরো জাতীর জন্য মুক্তির বার্তা নিয়ে আসে। শুধু নিজের চিন্তায় অতিষ্ঠ অনুভূতিহীন লোক “কাঁটা”র ন্যায় হয়ে থাকে, তারা ব্যস নিজেকে বাঁচানোর চিন্তায় লেগে থাকে, কে মরলো কে বাঁচলো সে বিষয়ে তাদের কোন দ্রষ্টব্য থাকে না। মহামারীতে আক্রান্ত হোক বা সাধারণ অবস্থা, অনুভূতিহীনদের আচরণ সর্বদাই অপছন্দনীয়। ইসলাম আমাদেরকে দয়াদ্র হওয়ার আদেশ দেয়, সুতরাং হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যদি তুমি আমার দয়া চাও, তবে আমার সৃষ্টিকে দয়া করো।

(মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক আপন দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন। (বুখারী, কিতাবুল জানায়িম, ১/৪৩৪, হাদীস ১২৮৪) ইসলাম আমাদেরকে বোধহীনতা ও নির্দয়তা থেকে বাঁচায়, যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা আল্লাহ পাক তার প্রতি দয়া করেনা। (মুসলিম, কিতাবুল ফায়য়িল, ৯৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩১৮)

মনে রাখবেন! যে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির প্রতি দয়া করে আল্লাহ পাকের রহমত তার প্রতি মনযোগি হয়ে যায়, যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: একবার এক লোক কোথাও যাচ্ছিলো, হঠাৎ তার প্রচণ্ড পিপাসা লাগলো, সে কূপ পেলো, সে কূপে নেমে পানি পান করলো, যখন বাইরে বের হলো তখন একটি কুকুর পিপাসার কারণে জিহবা বাইরে বের করে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং কাঁদা চাটছিলো। সেই লোকটি বললো: এই কুকুরটিরও সেভাবে পিপাসা লেগেছে, যেভাবে আমার লেগেছিলো। সে কূপে নামলো এবং নিজের মোজায় পানি ভরলো অতঃপর তা মুখে চেপে ধরে কূপ থেকে বাইরে এলো আর কুকুরকে পানি পান করালো। আল্লাহ পাক সেই আমলটির তাকে প্রতিদান দিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! পশুদের (সাথে উত্তম আচরণ করাতেও) কি আমাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে? ইরশাদ করলেন: প্রত্যেক প্রাণীদের জন্য প্রতিদান রয়েছে।

বুখারীর একটি বর্ণনায় এভাবে রয়েছে: “আল্লাহ পাক তাকে সাওয়াব প্রদান করলেন এবং ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।” বুখারী ও মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় এভাবে রয়েছে: একটি কুকুর কূপের চারিদিকে চক্কর দিতে লাগলো, অবস্থা এমন ছিলো যে, হয়তো প্রচণ্ড পিপাসায় মারা যাবে, এমন সময় বনী ইসরাঈলের একজন খারাপ মহিলা তা দেখলো, সে তার মোজা খুললো এবং তা দ্বারা টেনে তুলে সেই কুকুরকে পানি পান

করালো, ব্যস এই কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। (বুখারী, কিতাবু আহাদীসুল আযিয়া, বার ৫৬, ২/৪৬৬, হাদীস ৩৪৬৭। মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বার ফযলে সাকীল বাহায়িম..., ৯৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২৪৪)

এই হাদীসে পাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি কোমল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তা ঐ আমলের অন্তর্ভুক্ত, যার কারণে আল্লাহ পাক বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দেন আর ভুলত্রুটি মুছে দেন। প্রত্যেক বৃদ্ধিমান মুসলমানের উচিত, তারা যেনো মানুষ এবং সকল প্রাণীর সাথে কোমলতা প্রদর্শন করে, কেননা আল্লাহ পাক কোন জিনিস অহেতুক বানাননি এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট তার মালিকানা ও অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, হোক তা মানুষ বা প্রাণী, যদিওবা নিজস্ব না হয়, কেননা তারা নিজেদের কষ্ট বর্ণনা করতে পারে না। এখনই আপনারা অধ্যয়ন করেছেন যে, কুকুরকে ঐ ব্যক্তি জঙ্গলে পানি পান করিয়েছিলেন, তা তার নিজের ছিলো না কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(শরহে বুখারী লিইবনে বাতাল, কিতাবুল আদব, বারু রহমাতিন নাস ওয়াল বাহায়িম, ৯/২১৯)

সুতরাং চেষ্টা করুন, গুরুতর পরিস্থিতিতেও কখনেই যেনো আপনার অনুভূতি মারা না যায় বরং সর্বদা অপরের সাথে সহানুভূতি সূলভ আচরণ থাকে, যাতে সমাজে পরস্পর সহযোগিতা করার প্রেরণা উন্নতি লাভ করে এবং সমস্যাকে মিলে মিশে সমাধান করার চেষ্টা শক্তিশালী হয়।

(৩) রোগ যেনো ধরা পড়ে না যায়

অনেকে হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে যেতে এই জন্যই ভয় পায় যে, কোন বড় রোগ ধরা পড়ে গেলে তবে নিয়মিত

সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, স্থায়ীভাবে ঔষধ খেতে হবে এবং অপারেশনের প্রয়োজন হলে তবে অপারেশনও করতে হবে। আতঙ্ক ও ভয়ের এই মনোভাব সাধারণত সকল মহামারীতে আক্রান্তদের জন্য সঠিক নয়। “রোগ যেনো ধরা পড়ে না যায়” এই মনোভাব আপনাকে কবরেও নিষ্ক্ষেপ করতে পারে, সুতরাং রোগ নির্ণয়ে একেবারেই ঘাবড়াবেন না, আল্লাহ পাকের দয়ার উপর বিশ্বাস রেখে নিজের চেকআপ করান এবং ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী টেস্ট করান। যদি রিপোর্ট ঠিক আসে তবে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতাও আদায় করুন এবং রোগ থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা মূলক ব্যবস্থাও গ্রহন করুন আর যদি রিপোর্ট ঠিক না আসে তবে স্থায়ী চিকিৎসা করান যাতে আপনি কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যান এবং সুস্থতার সহিত জীবন অতিবাহিত করতে পারেন।

(৪) চিকিৎসা থেকে পালানো

“চিকিৎসা” আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত এবং আমাদের প্রয়োজন আর তা থেকে পালানো অনেক সময় কষ্ট ও পীড়া বৃদ্ধি পাওয়া কারণ হয়, সুতরাং যদি আপনি সুস্থ হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চান, তবে চিকিৎসায় পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দিন, এব্যাপারে জানানো সকল সতর্কতা অবশ্যই পালন করুন এবং সময়মতো ঔষধ খান। এরূপ করা কঠিন তো অবশ্যই মনে হবে কিন্তু এরপর অর্জিত হওয়া সুসাম্য আপনার জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী বানাতে খুবই সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে।

(৫) সৃষ্টির সাথে মন্দ আচরণ

যেমনিভাবে স্বর্ণ নরম হয়ে অলঙ্কার, লোহা নরম হয়ে হাতিয়ার এবং মাটি নরম হয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামল হওয়ার উপায় হয়, তেমনিভাবে অনুকম্পা ও নম্রতার বদৌলতে সমাজে দয়া, মমতা, বিনয়, অনুগ্রহ, সহজতা, ক্ষমা ও মার্জনা এবং ধৈর্যের মতো সুবাসিত ফুল ফোটে আর “কঠোরতা ও অসদাচরণ” দ্বারা সমাজে নির্মমতা, কঠোর, অত্যাচার ও নিপিড়নের ন্যায় মহামারী প্রসার লাভ করে। সদাচরণ দ্বারা অন্তর নরম হয়, যেহেতু মুমিন বান্দার অন্তর নরম হয় তাই তার আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জিত হয় এবং সে নেককার হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় আপনারা অধ্যয়ন করেছেন, মহামারীতে আক্রান্তদের প্রতি ঘৃণা এবং অনুভূতিহীনতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এই দু’টি বিষয়ই অসদাচরণ ও অসৎ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলাম কোন অবস্থাতেই অসদাচরণের অনুমতি দেয় না বরং মহামারীর মাঝেও সৃষ্টির সাথে সদাচরণ করার আদেশ দেয়। সদাচরণের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী শ্রবণ করুন: (১) পরিপূর্ণ মুমিন সেই, যার চরিত্র উত্তম এবং যে নিজের পরিবারের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকারী হবে। (তিরমিধী, কিতাবুল ঈমান, ৪/২৭৮, হাদীস ২৬২১) (২) আমার নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় লোক সেই, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান, কোমল হৃদয়, মানুষকে পছন্দ করে এবং যাকে মানুষ পছন্দ করে। (মজমুয়ায যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদব, বাব: ৮, ৮/৪৭, হাদীস ১২৬৬৮) (৩) কিয়ামতের দিন মুমিনের মিয়ানে (পাল্লায়) তার উত্তম চরিত্রের চেয়ে আর কোন

আমল ভারী হবে না। (৪) যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র উত্তম করেছে, তার জন্য জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় বাড়ি বানানো হবে।

(ভিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৩, হাদীস ২০০০)

(৬) খোদাভীতি থেকে বিরত

যেকোন জরুরী অবস্থায় আমাদের এখানে জিনিসের দাম বেড়ে যায়, অনেকে এরূপ সুযোগ আসার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, বিপদের এই মুহূর্তগুলোতে আল্লাহ পাকের ভয় বৃদ্ধি পাওয়া উচিত বরং খোদাভীতি থেকে বিরত থাকার একটি খারাপ অভ্যাস জিনিসে দাম বাড়িয়ে দেয়া অবস্থায়ও প্রকাশ পায়, অনেক সময় এরূপ লোকেরা কৃত্রিম সংকট তৈরী করে সামান্য জিনিসও স্বর্ণের দামে বিক্রি করে। মনে রাখবেন! শরীয়তের মূলনীতিতে আমল করে নিজের জিনিস বেশি দামে বিক্রি করা গুনাহ নয় কিন্তু যদি এই অবস্থায় যখন উচ্চ মূল্যের কারণে মানুষের কোমর ভেঙ্গে গেছে তখন জিনিস সস্তা বিক্রি করে, তবে তাদের একটু সহায় হবে এবং নিঃসন্দেহে সৃষ্টির উপকার হবে। মুসলমানদের কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বুয়ুর্গানে দ্বীনদের চিন্তাভাবনা খুবই অনন্য ছিলো। যেমনটি এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ গমভর্তি নৌকা বসরায় পাঠিয়ে তার প্রতিনিধিকে চিঠি লিখলেন যে, এটি বসরা পৌঁছতেই বিক্রি করে দিবে, পরদিনের জন্য অপেক্ষা করবে না। ঘটনাক্রমে সেখানে দাম কম ছিলো, তখন ব্যবসায়ীরা প্রতিনিধিকে দ্বিগুণ লাভ করার জন্য শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দিলো। সে তেমনই করলো এবং কয়েকগুণ বেশি লাভ করলো। জানতে পেরে সেই বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ প্রতিনিধিকে চিঠি লিখলেন: হে অমুক! আমি আমার

দ্বীনের নিরাপত্তা সহকারে সামান্য লাভেই অশ্লেষিতা অবলম্বন করে নিই কিন্তু তুমি এর বিরুদ্ধ করেছো, তুমি আমার উপর একটি অপরাধ প্রয়োগ করে দিয়েছো। সুতরাং যখনই তোমার নিকট এই চিঠি পৌঁছবে তখন সমস্ত সম্পদ বসরার ফকীরদের মাঝে সদকা করে দিবে, এতেই সম্ভবত আমি মজুদ রাখার গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে পারি। (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল আদবুল কসব ওয়াল মাআশ, ২/৯৩)

পরীক্ষার এই সময়ে আমরা কারো সমস্যা সমাধান করলে তবে আমাদের আখিরাতের গন্তব্য সহজ হবে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে অভাবীদের সহজতা প্রদান করবে, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি সহজতা প্রদান করবেন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সদকাত, ৩/১৪৬, হাদীস ২৪১৭) স্বভাবতই দুঃখ ও বিপদে আক্রান্তরা নিজের সাহায্যকারীদের জন্য দোয়া করবে এবং দুঃখীদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যেমনটি আলা হযরতের পিতা রাইসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের অতুলনীয় কিতাব “আহসানুল বিয়া লিআদাবিদ দোয়া” এর ১১১ পৃষ্ঠায় যেসকল লোকের দোয়া কবুল হয়ে থাকে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নম্বরে লিখেন: প্রথমত: পীড়িত (অর্থাৎ দুঃখী) এর হাশিয়ায় আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “তাদের দিকে অর্থাৎ দুঃখী এবং অসহায় ও দুঃখীর দোয়া কবুলিয়তের দিয়ে তো স্বয়ং কোরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে:

أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَا
وَيَكْشِفُ السُّوءَ

(পারা ২০, সূরা নামল, আয়াত ৬২)

কানযুল ইমান থেকে অনুবাদ: বা তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন তাকে আহ্বান করে এবং দুরীভূত করে দেন বিপদাপদ।

বিশেষকরে মহামারীর সময়ে অভাবী ও অসহায়দের সাহায্য করণ এবং দোয়া নিন, আল্লাহ পাকের দয়ার উপযোগী হলে তবে দুনিয়াতেও অসংখ্য কল্যাণের পাশাপাশি অত্যাচারিতদের সাহায্য ক্ষমার সুসংবাদের মাধ্যম হবে, যেমনটি পূর্বেকার যুগে এক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ দিতেন, তিনি তার গোলামকে বললেন: “যখনই কোন অভাবী ঋণগ্রহীতার নিকট যাবে, তাকে এই আশায় ক্ষমা করে দিবে যে, আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।” যখন তার ইত্তিকাল হয়ে গেলো তখন আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আখিয়া, বারু হাদীসিল গার, ২/৪৭০, হাদীস ৩৪৮০)

(৭) রব থেকে দূরত্ব

সংক্রামক রোগে বান্দা অনেক ধরনের উপায় ও উপকরন অবলম্বন করে থাকে, এর থেকে মুক্তির জন্য সবকিছু করতে রাজি হয়ে যায় এবং অনেক সময় “উপায় ও উপকরন” এর প্রতি এতই ধাবিত হয়ে যায় যে, উপায় ও উপকরনের সৃষ্টিকর্তাকেও ভুলে যায়, অথচ বিপদ, দুঃখ এবং পরীক্ষা তো ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের বাহানা স্বরূপ, তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যম, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর অনুগত হয়ে জীবন অতিবাহিত করার একটি উপায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার জন্য চিন্তার বিষয় যে, মহামারীর এই সংক্রামক রোগে একই ঔষধ বা সামান্য জিনিস খেয়ে কেউ কেউ সুস্থ হয়ে যায় আর অন্য রোগী সেই ঔষধ ব্যবহার করে আরো অসুস্থ হয়ে যায় এবং কখনোবা নেই চিকিৎসা পদ্ধতি তার জন্য

প্রাণঘাতী হিসেবে প্রমাণিত হয়, তো ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি একই কিন্তু এর প্রভাব ভিন্ন কেন? নিঃসন্দেহে একটি সত্তা রয়েছে, যিনি ঔষধে প্রভাব সৃষ্টি করা এবং প্রভাব নষ্ট করাতে ক্ষমতাবান আর সেই সত্তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকই। এই সত্যতাকে স্বীকার করতেই “কুফর” এর ভয়াবহ রোগ থেকে মুক্তি অর্জিত হতে পারে এবং ইসলামের দৌলত হাতে আসতে পারে। আহ! সত্যতার অন্বেষনকারীদের এই দৌলত অর্জিত হয়ে যাক!!!

(৮) অসচেতনাতেই নির্বাক

সংক্রামক রোগের বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে এই মহামারীর কিছু সতর্কতা বর্ণনা করা হয়েছে, এই সতর্কতা আমাদের সুসাস্থ্যের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণত অনেকে অমনযোগিতা, উদাসীন বা না জানার কারণে সাবধানতা অবলম্বন করে না বরং অসতর্কতায় ধৃষ্টতা অবলম্বন করে থাকে। অনেকে এরূপ রয়েছে যারা নিজের সতর্কতায় ধৃষ্টতা অবলম্বন এভাবে করে যে, এব্যাপারে শরয়ী বিধানের কোন তোয়াক্কা করে না, যার কারণে অসংখ্য গুনাহে এবং অনেকসময় ঈমান নষ্ট করার আমলে লিপ্ত হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এই দু’টি আচরণই অকাট্যভাবে অনুচিত এবং সতর্কতা মূলক পদক্ষেপের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। মনে রাখবেন! বিপদের এই মুহূর্তে আমাদের আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকেও বাঁচতে হবে এবং সতর্কতা মূলক ব্যবস্থাও গ্রহন করতে হবে, সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়ত অনুযায়ী সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবশ্যই অবশ্যই গ্রহন করুন।

(৯) ভিত্তিহীন সংবাদে মন্তব্য

সামান্য রোগকে মহামারী এবং মহামারীকে সামান্য রোগ বানানোতে ভিত্তিহীন সংবাদ, গুজব এবং জ্ঞান ও অনভিজ্ঞ বিশ্লেষণের অনেক বেশি প্রভাব রয়েছে, তাছাড়া একে মিথ্যা, অপবাদ, গীবত এবং দোষ এর ন্যায় অসংখ্য গুনাহও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, এমন সংবাদ ভয়ঙ্কর, অযথা ভয় ও আতঙ্কগ্রস্থ করার কারণ হয়ে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার বাসনাকারীর “পরিচিতি” সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত, সুতরাং সাধারণত সাধারণ অবস্থা এবং বিশেষত সংক্রামক রোগের মহামারীতে মুসলমানদের কল্যাণ কামনার নিয়তে সঠিক তথ্য প্রদান করা উচিত এবং নিরুসাহিত করা, হতাশা এবং অনাগ্রহ এর ন্যায় আপদ থেকেও বাঁচানো উচিত।

মানুষের মঙ্গল কামনা করণ

দ্বীন ইসলাম মানবতার সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী, তা নিজের অনুসারীদের সর্বাবস্থায় অপরের মঙ্গল কামনা করা এবং তাদের কল্যাণ কামনার শিক্ষা দেয়। একজন উত্তম মুসলমান সেই, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা নিজের ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে।

মঙ্গলকামনা কি?

একনিষ্ট অন্তরে কারো কল্যাণ চাওয়াই হলো মঙ্গলকামনা। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৬/৫৫৭) মঙ্গলকামনা তার অর্থানুসারে ব্যাপক, যেমন; মুসলমানের সহিত নম্র ও সদয় হওয়া, তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা, তাদের দুঃখ দূর করা, তাদের পোষাক পরিধান করানো,

তাদের খাবার খাওয়ানো, তাদের আরাম ও প্রশান্তি দেয়া, তাদের প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা, শরয়ী নির্দেশনা প্রদান করা বা করিয়ে দেয়া, বিপথে পরিচালিতদের সঠিক পথের দিশা দেয়া, মোটকথা যেকোনভাবে আপন মুসলমান ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করা সাওয়াবের কাজ। মুসলমানের মঙ্গলকামনায় ব্যস্ত থাকা যেভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জনের উপায়, তেমনিভাবে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ লাভেরও মাধ্যম, যেমনটি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী **وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي** ইরশাদ করেন: **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** অর্থাৎ আল্লাহ পাক বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।

(মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, বারু ফদলুল ইজতিমা, ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬৯৯)

নিজের ভেতরকার মুসলমানকে জাগ্রত করতে এবং দুঃখী উম্মতের মঙ্গলকামনার প্রেরণা উদ্বেলিত করতে প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) ইরশাদ করেন: মানুষের জন্যও তা পছন্দ করো, যা নিজের জন্য করে থাকে এবং যা নিজের জন্য অপছন্দ করো, তা অপরের জন্যও অপছন্দ করো, যখন তুমি বলো তখন ভাল কথা বলো অথবা চুপ থাকো।

(মুসনামে আহমদ, মুসনাদিল আনসার, ৮/২৬৬, হাদীস ২২১৯৩)

(২) ইরশাদ করেন: মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের দ্বীনের উপর থাকে, যতক্ষণ আপন মুসলমান ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করে এবং তাদের মঙ্গলকামনা থেকে বিরত হয়ে যায় তখন তার

তৌফিকের নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়।

(ফেরদাউসুল আখবার, ২/৪২৯, হাদীস ৭৭২২)

- (৩) ইরশাদ করেন: দ্বীন হলো মুসলমানের মঙ্গলকামনাই। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলান্নাহ সালাতু লিল্লাহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম কার জন্য? ইরশাদ করলেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমাম এবং সাধারণের জন্য।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানু ইম্মান্নাযিনান নসিহাতি, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯৬)

বর্ণনাকৃত শেষোক্ত হাদীসে পাকের আলোকে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাসীমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহর মঙ্গলকামনা হলো: ☆ আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা পোষণ করা, ☆ একগ্রহচিন্তে তাঁর ইবাদত করা, ☆ তাঁর প্রিয়দের ভালবাসা, ☆ শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, ☆ তাঁদের সম্পর্কে নিজের আকীদা বিশুদ্ধ রাখা। কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কোরআনে মজীদের মঙ্গলকামনা হলো যে, ☆ তা কিতাবুল্লাহ হওয়ার প্রতি ঈমান রাখা, ☆ এর তিলাওয়াত করা, ☆ তা সম্পর্কে সাধ্য অনুযায়ী চিন্তাভাবনা করা। আল্লাহর রাসূল অর্থাৎ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মঙ্গলকামনা হলো: ☆ তাঁকে সকল নবীদের সর্দার মান্য করা, ☆ তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে স্বীকার করা, ☆ প্রাণ, সম্পদ ও সন্তান সম্বলি থেকে বেশি তাঁকে ভালবাসা, ☆ তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা, ☆ তাঁর আলোচনাকে সুমহান করা। ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো ইসলামী বাদশাহ, ইসলামী শাসক বা ওলামায়ে দ্বীন,

মুজতাহিদিন (এবং) আউলিয়া। তাঁদের মঙ্গলকামনা হলো:

- ★ তাঁদের সকল জায়গি আদেশ সাধ্য অনুযায়ী পালন করা,
- ★ মানুষকে তাঁদের জায়গি আনুগত্যের দিকে ধাবিত করা,
- ★ আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের অনুসরণ করা, ★ তাঁদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা, ★ ওলামাদের আদব করা। সাধারণ মুসলমানের মঙ্গলকামনা হলো: ★ সাধ্য অনুযায়ী তাদের খেদমত করা, ★ তাদের উপর থেকে দ্বীন ও দুনিয়াবী বিপদ দূর করা, ★ তাদেরকে ভালবাসা, ★ তাদের মাঝে ইলমে দ্বীন প্রসার করা, ★ নেককাজের প্রতি ধাবিত করা, ★ যা নিজের জন্য অপছন্দ করবে তা তাদের জন্যও অপছন্দ করা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৫৭)

আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَرِّينِ উম্মতের মঙ্গল কামনায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন এবং মঙ্গলকামনার কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। এটাই কারণই তাঁদের পবিত্র জীবনি এবং উন্নত স্বচ্চরিত্রের সুবাস আজও সমাজকে সুবাসিত করছে। হযরত গাউস বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ও উম্মতে মুসলিমার মহান কল্যাণকামীদের একজন। উদার্য ও দাক্ষিণ্য এবং দয়া ও মমতায় তিনি নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। তাঁর ধনভান্ডারের মুখ গরীব ও হকদারদের জন্য সর্বদা খোলা থাকতো। অভাবী ও মিসকিনরা আসতো এবং তাঁর দরবার থেকে মালামাল হয়ে যেতো। একবার তিনি তাঁর কক্ষে ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। কয়েকজন দরবেশও তাঁর পাশে বসে ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁর মসল্লা থেকে উঠলেন এবং টাকার একটি থলে হাতে নিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলেন। দরবেশরাও আশ্চর্য হয়ে তাঁর

সাথে বের হলেন, বাইরে এসে দেখলো যে, কয়েকজন লোক একজন গরীব ব্যক্তিকে নিজেদের ঋণের জন্য বিরক্ত করছিলো এবং সেই লোকটির নিকট কিছুই (অর্থাৎ দেয়ার জন্য) ছিলো না। তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** ঋণ দাতাদের ডেকে বললেন: এই থলে নিয়ে যাও এবং ঐ ব্যক্তির নিকট যা পাওনা তা নিয়ে নাও। একজন ঋণ দাতা তার পাওনা থেকে সামান্য বেশি নিতে চাইলো। সাথে সাথেই তার হাত অবশ হয়ে গেলো। চিৎকার করে বললো: হুয়ুর! ক্ষমা করে দিন, আমি বেশি নেয়া থেকে তাওবা করছি। সাথে সাথেই তার হাত ঠিক হয়ে গেলো। গরীব ঋণ গ্রহিতা ব্যক্তি তাঁকে দোয়া করতে লাগলো।

হযরত গাউস বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানি সোহরাওয়ার্দী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** দরবেশদের সাথে নিয়ে ফিরে এলেন এবং বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছেন। **الْحَمْدُ لِلَّهِ** তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে।

(ফয়যানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, ৪১ পৃষ্ঠা)

সংক্রামক রোগের মহামারীতেও আমাদের বুয়ুর্গরা মুসলমানদের মঙ্গলকামনা করতেন, এরই ধারাবাহিকতায় দু'টি ঘটনা শুনুন:

(১) একবার দিল্লী শহরে এমন একটি মহামারী ছড়িয়ে পড়লো, এতে অনেক লোক আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে লাগলো। দিল্লীতে একটি অভিজাত পরিবার এমনও ছিলো, যারা হযরত সাযিয়ুদুনা সখী সরওয়ার **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এর প্রতি অত্যধিক ভক্তি ও ভালবাসা

পোষণ করতো, তারাও এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে গেলো। অতএব এই পরিবারের প্রধান অনেক দূরের পথ সফর করার পর হযরত সায্যিদুনা সখী সরওয়ার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং নিজের সমস্যার কথা আরম্ভ করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا তাকে সামান্য লবণ দিলেন এবং বললেন: “ঘরের লবণের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করো।” সুতরাং সেই ব্যক্তি বাড়ি ফিরে গিয়ে এরূপই করলো তখন আল্লাহ পাক তার পরিবার পরিজনকে শিফা দিয়ে দিলেন। (ফয়যানে সুলতান সখী সরওয়ার, ১৯ পৃষ্ঠা)

(২) সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার চল্লিশতম শায়খে তরীকত, কমরে রযা হযরত মাওলানা হাফিয় আব্দুস সালাম কাদেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا কে আল্লাহ পাক অসংখ্য গুণাবলী দ্বারা ধন্য করেছিলেন, যার মধ্যে একটি এটাও ছিলো যে, অসুস্থ ও দুঃখীরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হতো, তিনি তাদের রুহানী চিকিৎসা করতেন, আল্লাহ পাক তাদের শিফা দান করতেন। হঠাৎ সেই এলাকায় একটি মহামারী ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, তা ধীরে ধীরে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। কলম্বোয় (শ্রীলঙ্কা) বসবাসকারী মুসলমানরাও এই মহামারীতে আক্রান্ত হতে লাগলো। তিনি এই মহামারী থেকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, কিন্তু তেমন উপকার হলো না। হযরত মাওলানা হাফিয় আব্দুস সালাম কাদেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا মানুষের অবস্থা দিনদিন বিগড়ে যাওয়া সহ্য করতে পারলেন না, শ্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উম্মতের ভালবাসায় আসক্ত অন্তর কেঁপে উঠলো এবং তিনি তাঁর ব্যস্ততাকে

মূলতবি করে দিয়ে তাবীযাতের মাধ্যমে সেই মহামারীর রূহানী চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। মানুষ তাঁর দরবারে উপস্থিত হতো, তাবীয নিতো এবং সুস্থ হয়ে যেতো। তখনও মাত্র কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছিলো যে, তাঁর তাবীযের বরকতে সেই মহামারী নির্মূল হয়ে গেলো, এভাবেই “রযার চাঁদের” আলোতে মহামারীর অন্ধকার দূর হয়ে গেলো। (ফয়যানে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম কাদেরী, ১ পৃষ্ঠা)

আমরা এভাবেও মঙ্গলকামনা করতে পারি

উম্মতের মঙ্গলকামনার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে, যা আমল করে আমরা উম্মতে মুসলিমার মঙ্গলকামনার মহান সাওয়াব অর্জন করতে পারি।

☞ কোন রোগীকে দেখতে যাওয়াও মঙ্গলকামনাই, শ্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে গেলো, যতক্ষণ সে বসে যাবে না, রহমতের নদীতে ডুব দিতে থাকে এবং যখন সে বসে যায় তখন রহমতে ডুবে যায়।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ, ৫/৩০, হাদীস ১৪২৬৪)

☞ মুসলমানের কষ্ট দূর করাও মঙ্গলকামনাই, শ্রিয় নবী, রাসূলে আরবী ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের কষ্ট থেকে তার কষ্ট দূর করে দিবেন। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৮০)

☞ মুসলমানের সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করাও মঙ্গলকামনাই, রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: যে মুসলমান তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করবে (অর্থাৎ কোন মুসলমানের অপমান

হচ্ছিলো, সে নিষেধ করলো) তবে আল্লাহ পাকের উপর হুক হলো যে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো।

(শরহুস সুন্নাহ, ৬/৪৯৪, হাদীস ৩৪২২)

☞ মুসলমানের মন খুশি করা মঙ্গলকামনাই, রাসূলে আকরাম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: ফরযের পর সব আমলের মধ্যে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় আমল হলো মুসলমানের মন খুশি করা। (মু'জামু কবীর, ১১/৫৯, হাদীস ১১০৭৯)

☞ ক্ষমা ও মার্জনা করাও মঙ্গলকামনাই, প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক বান্দার ক্ষমা ও মার্জনার কারণেই তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য নম্রতা প্রদর্শন করে, আল্লাহ পাক তাকে উন্নতি দান করেন।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে, বাবু ইস্তিহ্বাবুল আফউ ওয়াত তাওয়ামুউ, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৮৮)

☞ নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করাও মঙ্গলকামনাই, হযরত কা'আবুল আহবার **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** বলেন: জান্নাতুল ফিরদাউস বিশেষকরে ঐ ব্যক্তির জন্য সাজানো হয়, যে নেকীর আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে।

(তামিহুল মুগতারিন, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

☞ গরীব মুসলমানকে সাহায্য করাও মঙ্গলকামনাই, রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটিয়ে দিলো, সে এমন যেনো সারা জীবন আল্লাহ পাকের ইবাদত করলো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুয যাকাত, ৬ষ্ঠ অংশ, ৩/১৮৯, হাদীস ১৬৪৫৩)

✪ ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাও মঙ্গলকামনাই, হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য জ্ঞানার্জনে বের হয়, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয় এবং ফিরিশতারা তার জন্য নিজেদের বাহু বিছিয়ে দেয়। (শুয়াবুল ইমান, ২/২৬৩, হাদীস ১৬৯৯)

✪ মজলুমকে সাহায্য করাও মঙ্গলকামনাই, প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন দুঃখী মুমিনের সমস্যা দূর করলো বা কোন মজলুমকে সাহায্য করলো, তবে আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির জন্য ৭৩টি মাগফিরাত লিখে দেন।

(শুয়াবুল ইমান, বাবু ফিত তা'ওয়ান, ৬/১২০, হাদীস ৭৬৭০)

✪ ঋণগ্রস্তের সহিত নম্রতা প্রদর্শন করাও মঙ্গলকামনাই, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে দরিদ্রকে সুযোগ দেয় বা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের উত্তাপ থেকে নিরাপদ রাখবেন।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ১/৭০০, হাদীস ৩০১৭)

✪ কারো ইত্তিকালে মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করাও মঙ্গলকামনাই, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুঃখী ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, আল্লাহ পাক তাকে ধর্মনিষ্ঠতার পোষাক পরিধান করাবেন এবং রুহের মাঝে তার রুহকে রহমত প্রদান করবেন আর যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পোষাকের মধ্য থেকে এমন দু'টি পোষাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য (পুরো) দুনিয়াও হতে পারে না। (মু'জামু আওসাত, ৬/৪২৯, হাদীস ৯২৯২)

☞ মুসলমানকে আহার করানোও মঙ্গলকামনাই, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে তার মুসলমান ভাইয়ের ক্ষুধা নিবারন করার ব্যবস্থা করবে এবং তাকে আহার করাবে, অবশেষে তার পেট ভরে যায়, তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

(মুজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩১৯, হাদীস ৪৭১৯)

যদি সকল মুসলমান কল্যাণকামী হয়ে যায়

বর্তমানে আমাদের অবস্থা এমন যে, “চাচা আপন প্রাণ বাঁচা” এর ন্যায় শুধু নিজের কাজকর্ম নিষ্পত্তি করারই চিন্তা। আমাদের আশেপাশে কতযে মুসলমান দুঃখ পীড়িত রয়েছে, আমাদের তাদের জন্য কোন অনুভূতিই নেই। ঐসকল লোক যাদের সাথে আমাদের প্রতিদিন সাক্ষাত হয়, তাদের মধ্যে কতজন আনন্দচিন্তে আর কতজন দুঃখ নিয়ে আমাদের সাথে সাক্ষাত করে, আমরা কি কখনো এই বিষয়ে ভেবেছি? আমাদের পরিচিতদের মধ্যে কতজন ঋণের আবর্তে পতিত হচ্ছে বরং বংশে আমাদের কতজন আত্মীয় দারিদ্রতা ও অসহায়ত্বে ফেঁসে যাচ্ছে, আমাদের এই ব্যাপারে কোন খবর নেই। আমাদের প্রতিবেশির দু’বেলা খাবার জুটছে কিনা, তাতে আমাদের কোন দ্রুক্ষেপ নেই, পরিধানের জন্য উপযুক্ত পোষাক আছে কিনা, তাতে আমাদের কোন খবর নেই। কতযে রোগীর রাতের ঘুম এবং দিনের শান্তি অর্থের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে আমাদের কোন মনযোগই নেই।

বাস্তবতা তো এটাই যে, “প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা” এটা এমন একটি নেক কাজ, যদি প্রত্যেক মুসলমান এতে আমল করা শুরু করে দেয় তবে এই বিকৃত সমাজের চেহারা

পাল্টে যাবে এবং “মুসলিম সমাজ” আরাম ও আয়েশ এবং প্রশান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যাবে। স্পষ্ট যে, যখন প্রত্যেক মুসলমান নিজের জীবনের উদ্দেশ্য এরূপ বানিয়ে নিবে, আমি প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ করবো তখন সব ধরনের প্রতারণা, অসাধুতা, অত্যাচার ও নিপীড়ন, বিদ্বেষ ও হিংসাসহ সকল মন্দ বিষয় নির্মূল হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের উপকার করা ছাড়া আর কিছুই করবে না, কিছু ভাবে না, কোন মুসলমান কোন মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, চোগলখুরী করবে না, গীবত করবে না এবং অপবাদ লাগাবে না, অত্যাচারের কোন খেয়ালও অন্তরে আসতে দিবে না, কারো সুচারু কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না বরং সবাই সবার কল্যাণ কামনা করবে এবং সবার মঙ্গল করবে, যার ফলে এমন হবে যে, লোকেরাও তাদের কল্যাণ কামনা করবে এবং মঙ্গল করবে আর তারাও প্রত্যেক ধরনের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সর্বদা তাদের মঙ্গল হতেই থাকবে।

আসুন! করোনা ভাইরাস এবং এরূপ সকল আপদ নির্মূলের জন্য আমরা সকল মুসলমানের সাথে মঙ্গল করার অঙ্গীকার করি।

উম্মতে মাহবুব কা ইয়া রব বানা দেয় খে'র খোয়া

নফস কি খাতির কিসি সে দিল মে মেরে হো না বায়ের

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

আমীরে আহলে সুন্নাত ও উম্মতের মঙ্গলকামনা

অন্তরের প্রশান্তি, আমীর আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ খুবই

ব্যস্ততার মাঝেও মুসলমানের প্রতি বিভিন্নভাবে মঙ্গলকামনা করতেই থাকেন। অনেক সময় তিনি **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** যখন কারো সম্পর্কে জানতে পারেন যে, সে কোন সমস্যায় লিপ্ত বা অসুস্থ তবে তাকে দেখতে যান, অসুস্থদের জন্য সুস্থতার এবং দুঃখ পীড়িতদের দুঃখ দূর হওয়ার জন্য দোয়া করেন, কোন ইসলামী ভাইয়ের ইত্তিকাল হয়ে গেলে তখন যথাসম্ভব ফোন করে বা অডিও বার্তা (Voice Message) বা ভিডিও বার্তা (Video Message) এর মাধ্যমে তার আত্মীয় স্বজনের সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন, মরহুমের জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমার দোয়া করেন এবং মঙ্গলকামনা করে পরিবার পরিজনকে নেকীর দাওয়াত এবং ধৈর্যের ফযীলত সম্বলিত মাদানী ফুল প্রদান করেন। তিনি **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** দা'ওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে বিপদের এই মুহূর্তে গরীব মুসলমান এবং দুঃখ পীড়িতদের সাহায্য করার কার্যক্রম হাতে তুলে নিয়েছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর খেদমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থান করছি:

❁ দেশ বিদেশে বিপদগ্রস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বন্টন করা হয়েছে। যাদের ঘরে পুরুষের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছানো সম্ভব ছিলো না তাদের নিকট মহিলাদের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছানো হয়েছে। প্রায় পনের হাজারেরও বেশি ঘরে প্রতিদিন খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

❁ আহলে বাইতের ভালবাসার প্রমাণ দিয়ে রীতিমতো তালিকা বানিয়ে সৈয়দ বংশীয়দের পরিবারের খেদমত করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

✽ কোরআনে পাকের শিক্ষা অর্জনকারী শিশুদের বাড়িতে যত্ন সহকারে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছানো হয়েছে।

✽ খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি নগদ টাকার আকারে একটি বড় অঙ্কের টাকাও বিপদগ্রস্থদের মাঝে বন্টন করা হয়েছে।

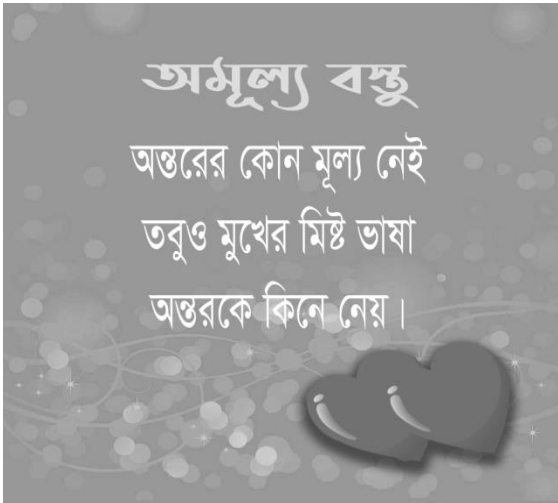
✽ হাজারো ইমাম ও মুয়াজ্জিনের টাকা দিয়ে খেদমত করা হয়েছে।

✽ ওলামায়ে আহলে সূনাতের আদেশে দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মসজিদে রাত ১০টায় আযানও দেয়া হয়েছে।

✽ দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিকাংশ কর্মচারীকে সময়ের পূর্বে বেতন প্রদান করে দেয়া হয়েছে, যাতে তাদের কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয়।

✽ কতিপয় দেশে লকডাউনের কারণে যেমনিভাবে পণদ্রব্যের চাহিদা পূরণ করা কঠিন ছিলো, তেমনি অসংখ্য এমন রোগীকেও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যাদের প্রচণ্ড রক্তের প্রয়োজন ছিল, এ ছাড়া প্রাণনাশের সম্ভাবনাও ছিলো, যেমন; খেলাসিমিয়ার রোগী। দা'ওয়াতে ইসলামী শুধু তাদের জন্য রক্ত ডোনেট করার ব্যবস্থা করেনি বরং আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী নিরাপত্তার সকল পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প বানিয়েছে, যেখানে হাজারো মুসলমান টেষ্ট করার পর নিজের রক্ত ডোনেট করেছে, যা রক্তের চাহিদা সম্পন্ন রোগীদের উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পর্যন্ত দা'ওয়াতে ইসলামী ৯ হাজার ব্যাগেরও বেশি রক্ত ডোনেট করেছে।

✽ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ানোর পরিবর্তে উম্মতের সংশোধনের আলোকে নতুন এবং চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে। যেমন; “হৃদয়ের প্রশান্তি” এই অনুষ্ঠানে আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আভার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** নিজের জীবনের চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন এবং সুবাসিত মাদানী ফুল দ্বারা মুসলমানদের হৃদয়কে সুবাসিত করে দিয়েছেন। নিগরানে শূরা মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আভারী “করোনা ভাইরাস” বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান করেন যাতে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত অসংখ্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন সময়ে করোনা ভাইরাস থেকে বেঁচে থাকার সতর্কতা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে।



তথ্যসূত্র

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| কোরআনে পাক | মাকতাবাতুল মদীনা | গরীবুল হাদীস | মাতবআতুল আনী |
| কানযুল ঈমান | মাকতাবাতুল মদীনা | মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া |
| কানযুল ইরফান | মাকতাবাতুল মদীনা | আমলুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাতি | আরব শরীফ |
| দুররে মনসুর | দারুল ফিকির, বৈরুত | শরহে বুখারী লি ইবনে বতাল | আরব শরীফ |
| রুহুল বয়ান | দারুল ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী | শরহে মুসলিম লিন নববী | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া |
| সীরাতুল জিনান | মাকতাবাতুল মদীনা | ফয়যুল কদীর | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া |
| সহীহ বুখারী | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া | আত তায়সীর | আরব শরীফ |
| সহীহ মুসলিম | দারুল কিতাবুল আরাবি | মিরাতুল মানাজিহ | যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন |
| সুনানে তিরমিযী | দারুল ফিকির | ইহইয়াউল উলুম | দারুল সাদের |
| সুনানে আবু দাউদ | দারুল ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী | হিলইয়াতুল আউলিয়া | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া |
| সুনানে ইবনে মাজাহ | দারুল মারেফা | তাখিহুল মুগতারীন | দারুল বাশাইর, দামেশক |
| মুয়াত্তা ইমাম মালেক | দারুল মারেফা | আন নুজুময যাওয়াহেরা | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া |
| মুত্তাদরিক | দারুল মারেফা | শায়রাভুয যাহাব | দারুল ইবনে কসীর |
| মুসনাদে ইমাম আহমদ | দারুল ফিকির | মলফুযাতে আলা হযরত | মাকতাবাতুল মদীনা |
| শুয়াবুল ঈমান | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া | ফাযায়িলে দোয়া | মাকতাবাতুল মদীনা |
| মুসনারের আবী ইয়াল | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া | জান্নাতী জেওর | মাকতাবাতুল মদীনা |
| মুসনাদের ফেরদাউস | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া | মাদানী পাঞ্জেশুরা | মাকতাবাতুল মদীনা |
| ফেরদাউসুল আখবার | দারুল ফিকির | আজায়িবুল কোরআন | মাকতাবাতুল মদীনা |
| কানযুল উম্মাল | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া | হাযাতে মুহাদ্দীসে আযম | রযা ফাউন্ডেশন |
| জামেয়ে সগীর | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া | ফয়যানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী | মাকতাবাতুল মদীনা |
| আল মু'জামুস সগীর | দারুল ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী | ফয়যানে সুলতান সখী সুরর | মাকতাবাতুল মদীনা |
| আল মু'জামুল আওসাত | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া | ফয়যানে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম কাদেরী | মাকতাবাতুল মদীনা |
| মু'জামুয যাওয়ায়িদ | দারুল ফিকির | হাদায়িখে বখশীশ | মাকতাবাতুল মদীনা |
| আত ভারগীব ওয়াত ভারহীব | দারুল ফিকির | ওয়াসায়িলে বখশীশ | মাকতাবাতুল মদীনা |
| শরহুস সুন্নাহ | দারুল কুতুবুল ইলমিয়া | ☞☞☞ | ☞☞☞ |

“করোনা”

الله

ছে হামকো বাঁচা ইয়া ইলাহী

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| “করোনা” হে হাম কো বাঁচা ইয়া ইলাহী! | পরে হে ইয়ে হাম সে বালা ইয়া ইলাহী |
| “করোনা” মে তু মুবতলা হে ইনহে তো | করম সে আতা কর শিফা ইয়া ইলাহী |
| “করোনা” সে সব লোগ খাবড়া পেয়ে হে | তু হিন্মত দেয় অউর হেচলা ইয়া ইলাহী |
| “করোনা” হামারা আঁশা কিয়া বিপাড়ে | সাহারা হে হাম কো তেরা ইয়া ইলাহী |
| “করোনা” কা ডর দুর ফরমা কে ইয়া রব! | তু কর খউফ আপনা আতা ইয়া ইলাহী |
| যবী পর “করোনা, করোনা” কে বদলে | তেরা যিকির হে ইয়া খোসা ইয়া ইলাহী |
| “করোনা” কা শাহে মদীনা কে সনকে | তু দুনিয়া সে কর খতিমা ইয়া ইলাহী |
| “করোনা” কে বদলে কন্যাহেঁ কা ডর দেয় | নাদামত সে হাম কো রুলা ইয়া ইলাহী |
| ডরেঁ নায়ে সোযখ সে এয়ে কাশ হার দম | তু জাল্লাত মে হাম কো বাঁসা ইয়া ইলাহী |
| কন্যাহেঁ আওবা কি তৌফিক দেয় দেয় | হামেঁ নেক বান্দা বানা ইয়া ইলাহী |
| রাহে খউফ হারদম বুয়ে খাতেনা কা | হে ইমান পর খাতেনা ইয়া ইলাহী |

তু আগার কো দেয় দেয় শওকে মুলাকাত

তু কুরব আপনা কর দেয় আতা ইয়া ইলাহী



১৯ জাম্ব ১৪৪১ হিজরি
১৪-০৪-২০২০



(দা'ওয়াতে ইসলামী)



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৪
ফরহানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৪৩১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দারকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০০৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net



মাদানী
দেহতে থাকুন